সূচিপত্র

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		ইতিহাসের ধারণা	১-৩
	1.1.	ভারতবর্ষের ইতিহাস: রবীন্দ্রনাথের চোখে	১
	1.2.	ভারতের ইতিহাসের যুগবিভাগের সমস্যা	১
	1.3.	ভারতের আধুনিককালের ইতিহাসের উপাদান	২
		KEY POINTS SPECIAL TIPS MIND MAP	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়		আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	৪-২৫
	2.1.	মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ	৪
	2.2.	আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	৪
	2.3.	বাংলার নবাব ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের বিবর্তন	৫
	2.4.	সিরাজ উদ্ দৌলা ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক : পলাশির যুদ্ধ	৬
	2.5.	মিরকাশিম ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক : বক্সারের যুদ্ধ	৬
	2.6.	দেওয়ানির অধিকার ও দ্বৈত শাসন	৭
	2.7.	কোম্পানি-শাসনের বিস্তার : ব্রিটিশ রেসিডেন্স ব্যবস্থা	৭
	2.8.	দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগ : অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতি	৭
		KEY POINTS	৮
		SPECIAL TIPS MIND MAP	৯
	●	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১০-২৪
তৃতীয় অধ্যায়		ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	২৬-৪৫
	3.1.	ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সি ব্যবস্থা	২৬
	3.2.	ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের সংস্কার	২৬
	3.3.	ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রকরণ	২৭
	3.4.	নতুন শিক্ষা	২৮
	3.5.	জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ণয়	২৯
		KEY POINTS	২৯
		SPECIAL TIPS MIND MAP	৩০
	●	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৩১-৪৩
চতুর্থ অধ্যায়		ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র	৪৬-৬৬
	4.1.	ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা	৪৬
	4.2.	ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ রাজস্বনীতির প্রভাব	৪৭
	4.3.	কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ	৪৭

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
	4.4.	শিল্প-বাণিজ্য-শুল্কনীতি	৪৮
	4.5.	রেলব্যবস্থা	৪৯
	4.6.	ঔপনিবেশিক ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশ	৪৯
	4.7.	সম্পদের বহির্গমন	৪৯
	4.8.	ভারতের দারিদ্র্য	৪৯
		KEY POINTS	৫০
		SPECIAL TIPS & MIND MAP	৫১
	●	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৫২-৬৪
পঞ্চম অধ্যায়		ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া: সহযোগিতা ও বিদ্রোহ	৬৭-৮৯
	5.1.	বাংলায় সমাজসংস্কার আন্দোলন : সতীদাহ রদ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন	৬৭
	5.2.	বাংলায় শিক্ষাসংস্কার : ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নারীশিক্ষা	৬৭
	5.3.	ভারতের অন্যত্র সমাজ ও শিক্ষাসংস্কার	৬৮
	5.4.	ধর্মসংস্কার : ব্রাহ্ম আন্দোলন ও হিন্দু পুনরুজ্জীবন	৬৮
	5.5.	সংস্কার আন্দোলনগুলির চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা	৬৮
	5.6.	মুসলিম সমাজে সংস্কার প্রক্রিয়া : আলিগড় আন্দোলন	৬৮
	5.7.	কৃষক ও উপজাতি সমাজের বিদ্রোহ	৬৯
	5.8.	1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ	৭০
		KEY POINTS	৭১
		SPECIAL TIPS & MIND MAP	৭২
	●	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৭৩-৮৭
ষষ্ঠ অধ্যায়		জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ	৯০-১০৮
	6.1.	জাতীয় কংগ্রেসের আগে জাতীয়তাবাদী সভা সমিতি	৯০
	6.2.	ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেস	৯০
	6.3.	জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দু-দশক: অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ	৯১
	6.4.	চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব	৯১
	6.5.	বাংলায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন	৯২
	6.6.	বিপ্লববাদী আন্দোলন	৯৩
		KEY POINTS & SPECIAL TIPS	৯৪
		MIND MAP	৯৫
	●	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৯৬-১০৬
সপ্তম অধ্যায়		ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন	১০৯-১২৮
	7.1.	মহাত্মা গান্ধি : অহিংস সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ ভাবনা	১০৯
	7.2.	মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলন	১০৯
	7.3.	অহিংস অসহযোগ থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন মহাত্মা গান্ধির বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিবর্তন	১১০

অষ্টম শ্রেণি ইতিহাস

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
	7.4.	অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্বে রাজনীতির গতিধারা	১১০
	7.5.	আইন অমান্য আন্দোলন	১১১
	7.6.	ভারত ছাড়ো আন্দোলন	১১১
	7.7.	সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম	১১২
	7.8.	নৌবিদ্রোহ	১১৩
		KEY POINTS	১১৩
		SPECIAL TIPS & MIND MAP	১১৪
	●	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১১৫-১২৬
অষ্টম অধ্যায়		সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশভাগ	১২৯-১৪৪
	8.1.	ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের বিকাশ	১২৯
	8.2.	সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পথে	১৩০
	8.3.	ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্ত	১৩০
		KEY POINTS	১৩২
		SPECIAL TIPS & MIND MAP	১৩৩
	●	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৩৪-১৪২
নবম অধ্যায়		ভারতীয় সংবিধান : গণতন্ত্রের কাঠামো ও জনগণের অধিকার	১৪৫-১৬৪
	9.1.	ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন	১৪৫
	9.2.	ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা	১৪৫
	9.3.	কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ	১৪৫
	9.4.	আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন	১৪৬
	9.5.	সামাজিক উন্নয়নে সংবিধানের ভূমিকা	১৪৭
	9.6.	সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ	১৪৮
	9.7.	জমি-জল-জঙ্গল: জীবন-জীবিকার অধিকার ও গণ আন্দোলন	১৪৮
		KEY POINTS	১৫০
		SPECIAL TIPS & MIND MAP	১৫১
	●	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৫২-১৬২

✦ এই বইয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব বিষয়টি হল, এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পেয়ে যাবে একজন **Digital Private Tutor**। এই বইয়ের সাথে যে স্মার্ট কার্ডটি ছাত্রছাত্রীরা পাবে, সেই কার্ডে থাকা কোড-এর মাধ্যমে **Learning App**-এর এই সাবজেক্টের ভিডিয়ো ক্লাসগুলি তারা দেখার সুযোগ পাবে। যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি টপিক, গ্রাফিক্স-অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে বুঝিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অর্থাৎ এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকছেন একজন **Digital Private Tutor**।

✦ এই বইয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণ হল অধ্যায়ভিত্তিক **Mock Test** দেওয়ার সুযোগ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে ওই অধ্যায়ের উপর ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রশ্নপত্র পাবে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে **Learning App**-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের **Model Answer** ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে **Call** করো এই নম্বরে— **9903985050**

অষ্টম শ্রেণি । ইতিহাস

প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য অধ্যায়ভিত্তিক ছোটো ছোটো ভিডিয়ো ক্লাসের আকারে বইয়ের বিষয়গুলি সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে এই **Learning App**-এ। ঝকঝকে গ্রাফিক্স, দুর্দান্ত অ্যানিমেশন, সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভরসা। সম্পূর্ণ গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভাষা থেকে বিজ্ঞান, অঙ্ক থেকে ইতিহাস, ভূগোল সমস্ত বিষয়ের সিলেবাসভিত্তিক জ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের কাছে তাই এই **Learning App** হল অনলাইন শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ অ্যাপ। সপ্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো নম্বর ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
ইতিহাসের ধারণা	১	প্রাথমিক ধারণা	03:53 Mins
	২	কেন ইতিহাস পড়বো?	03:13 Mins
	৩	ইতিহাস কে লিখেছে?	02:34 Mins
	৪	বাঙালির ইতিহাস লিখবে কে?	03:01 Mins
	৫	তোমাদের কোন্ সময়ে ইতিহাস পড়তে হবে?	02:54 Mins
	৬	ভারতীয় ইতিহাসের যুগ বিভাজন	08:18 Mins
	৭	ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাসের উপাদান	05:43 Mins
	৮	সাম্রাজ্যবাদ	02:11 Mins
	৯	উপনিবেশবাদ	02:10 Mins
	১০	জাতীয়তাবাদ	03:17 Mins
আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	১	মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	07:32 Mins
	২	বাংলা	05:06 Mins
	৩	হায়দ্রাবাদ	03:38 Mins
	৪	অযোধ্যা	03:48 Mins
	৫	বাংলার নবাব ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের বিবর্তণ	08:36 Mins
	৬	জগৎশেঠ	03:35 Mins
	৭	বাংলায় বর্গিহানা	03:09 Mins
	৮	পলাশীর যুদ্ধ	09:32 Mins
	৯	মীরকাশিম ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক : বক্সারেরযুদ্ধ	07:12 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	১০	বক্সারের যুদ্ধের প্রভাব ও দেওয়ানীলাভ	03:38 Mins
	১১	দ্বৈত শাসন	03:11 Mins
	১২	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	02:10 Mins
	১৩	কোম্পানির শাসনের বিস্তার : ব্রিটিশ রেসিডেন্স ব্যবস্থা	03:36 Mins
	১৪	দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগ : অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি	08:12 Mins
	১৫	স্বত্ববিলোপ নীতি	02:57 Mins
	১৬	ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব	03:00 Mins
ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	১	ঔপনিবেশিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ	05:13 Mins
	২	রেগুলেটিং অ্যাক্ট	03:36 Mins
	৩	ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিস এর সংস্কার	03:55 Mins
	৪	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সংস্কার	02:49 Mins
	৫	ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উপায়	05:18 Mins
	৬	শিক্ষা সংস্কার	04:47 Mins
	৭	মেকলের প্রতিবেদন	02:23 Mins
	৮	উডের প্রতিবেদন	02:15 Mins
	৯	জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ণয়	04:28 Mins
ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র	১	প্রথম পদক্ষেপ	02:16 Mins
	২	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	04:21 Mins
	৩	রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	03:05 Mins
	৪	মহলওয়ারি ব্যবস্থা	03:41 Mins
	৫	কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ	06:55 Mins
	৬	কৃষির ব্যাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব	04:41 Mins
	৭	অবশিল্পায়ন	05:07 Mins
	৮	রেল ব্যবস্থা	04:49 Mins
	৯	টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা	04:07 Mins
	১০	ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন ও দরিদ্রতা	07:31 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া: সহযোগিতা ও বিদ্রোহ	১	ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্ব	03:46 Mins
	২	বাঙালি সমাজ সংস্কার আন্দোলন	06:16 Mins
	৩	বাঙালি শিক্ষার সংস্কার	05:01 Mins
	৪	ভারতের অন্যত্র সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার	03:06 Mins
	৫	ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও হিন্দু পুনরুজ্জীবন	05:26 Mins
	৬	সংস্কার আন্দোলনগুলির চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা	04:02 Mins
	৭	মুসলিম সমাজে সংস্কার প্রক্রিয়া : আলিগড় আন্দোলন	04:18 Mins
	৮	সাঁওতাল-হুল বিদ্রোহ	03:43 Mins
	৯	মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ	02:14 Mins
	১০	ফরাজি আন্দোলন	01:57 Mins
	১১	মুণ্ডা উলগুলান	02:19 Mins
	১২	ওয়াহাবি আন্দোলন ও বারাসাত বিদ্রোহ	03:02 Mins
	১৩	নীল বিদ্রোহ	02:41 Mins
	১৪	1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ	12:33 Mins
জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ	১	জাতীয় কংগ্রেসের আগে জাতীয়তাবাদী সভাসমিতি	03:47 Mins
	২	জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা	04:15 Mins
	৩	জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ	04:38 Mins
	৪	চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব	05:02 Mins
	৫	বাংলায় বঙ্গবঙ্গ-বিদ্রোহী আন্দোলন	04:06 Mins
	৬	স্বদেশী শিল্প ও জাতীয় শিক্ষা	03:47 Mins
	৭	বিপ্লববাদী আন্দোলন	04:09 Mins
	৮	মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন	02:38 Mins
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন	১	নতুন আদর্শের আগমন	03:15 Mins
	২	মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার	02:02 Mins
	৩	মহাত্মা গান্ধি: অহিংস সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ ভাবনা	02:44 Mins
	৪	মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলন	03:09 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	৫	রাওলাট সত্যাগ্রহ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা	03:23 Mins
	৬	মহাত্মা গান্ধির বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিবর্তন	01:42 Mins
	৭	অসহযোগ আন্দোলন	04:49 Mins
	৮	আইন অমান্য আন্দোলন	06:08 Mins
	৯	ভারত ছাড়ো আন্দোলন	04:13 Mins
	১০	1930 এর দশকে কয়েকটি বিপ্লবী অভ্যুত্থান	02:52 Mins
	১১	বিনয় বাদল-দীনেশ ও অলিন্দ অভিযান	02:00 Mins
	১২	ভগৎ সিং	02:48 Mins
	১৩	ভারতের-রাজনীতি এবং অর্থনীতির ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব	02:48 Mins
	১৪	সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম	10:02 Mins
	১৫	রানি ঝাঁসি বাহিনী	02:03 Mins
	১৬	নৌ বিদ্রোহ	02:48 Mins
সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশভাগ	১	ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের বিকাশ	06:24 Mins
	২	আদমশুমারি ও সম্প্রদায় ধারণা	05:43 Mins
	৩	মুসলিম লিগ	05:47 Mins
	৪	সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পথে	07:19 Mins
	৫	মহম্মদ ইকবাল	02:37 Mins
	৬	পাকিস্তান প্রস্তাব	01:59 Mins
	৭	ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্ত	08:17 Mins
	৮	র‍্যাডক্লিফ লাইন	03:59 Mins
ভারতীয় সংবিধান : গণতন্ত্রের কাঠামো ও জনগণের অধিকার	১	প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান এর প্রাথমিক ধারণা	05:46 Mins
	২	সাধারণতন্ত্র দিবস	02:23 Mins
	৩	ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা	04:58 Mins
	৪	রাষ্ট্রপতি	02:34 Mins
	৫	উপরাষ্ট্রপতি	02:03 Mins
	৬	কেন্দ্রীয় আইনসভা	03:46 Mins
	৭	প্রধানমন্ত্রী	02:18 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	৮	রাজ্যের আইনসভা	04:06 Mins
	৯	আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন	07:21 Mins
	১০	পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা	02:10 Mins
	১১	সামাজিক উন্নয়নের সংবিধানের ভূমিকা	02:25 Mins
	১২	পারিবারিক হিংসারোধ আইন 2005	02:01 Mins
	১৩	অনগ্রসর নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সংবিধানের ভূমিকা	06:28 Mins
	১৪	সংবিধানের উল্লেখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ	04:58 Mins
	১৫	জমি-জল-জঙ্গল জীবন-জীবিকার অধিকার ও গণ আন্দোলন	05:11 Mins
	১৬	জল-জঙ্গলের অধিকার পরিবেশকেন্দ্রিক গণ আন্দোলন	05:43 Mins
	১৭	কৃষিজমির অধিকার : সিঙ্গুর গণ আন্দোলন	07:51 Mins

অধ্যায়ভিত্তিক ভিডিও সহায়িকা

কী আছে এই ভিডিও সহায়িকায় ? আছে প্রত্যেকটি অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের আলোচনা। পরীক্ষায় প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে যা যা প্রশ্ন আসতে পারে সেই সমস্ত ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করা হয়েছে এই ভিডিও সহায়িকায়। শুধু তাই না, ছাত্রছাত্রীদের যাতে না বুঝে মুখস্থ করতে না হয়, তাই সঙ্গে থাকছে প্রত্যেকটি প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাখ্যা। এইসব অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে যাবে আমাদের অ্যাপের ভিডিও সহায়িকা বিভাগে। আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দাবি পরীক্ষায় এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। স্মার্ট বুকের মধ্যে থাকা কোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের অ্যাপের এই ভিডিও সহায়িকা ব্যবহার করতে পারবে।

ভিডিও সহায়িকা পাওয়া যাবে অ্যাপের হোম পেজেই

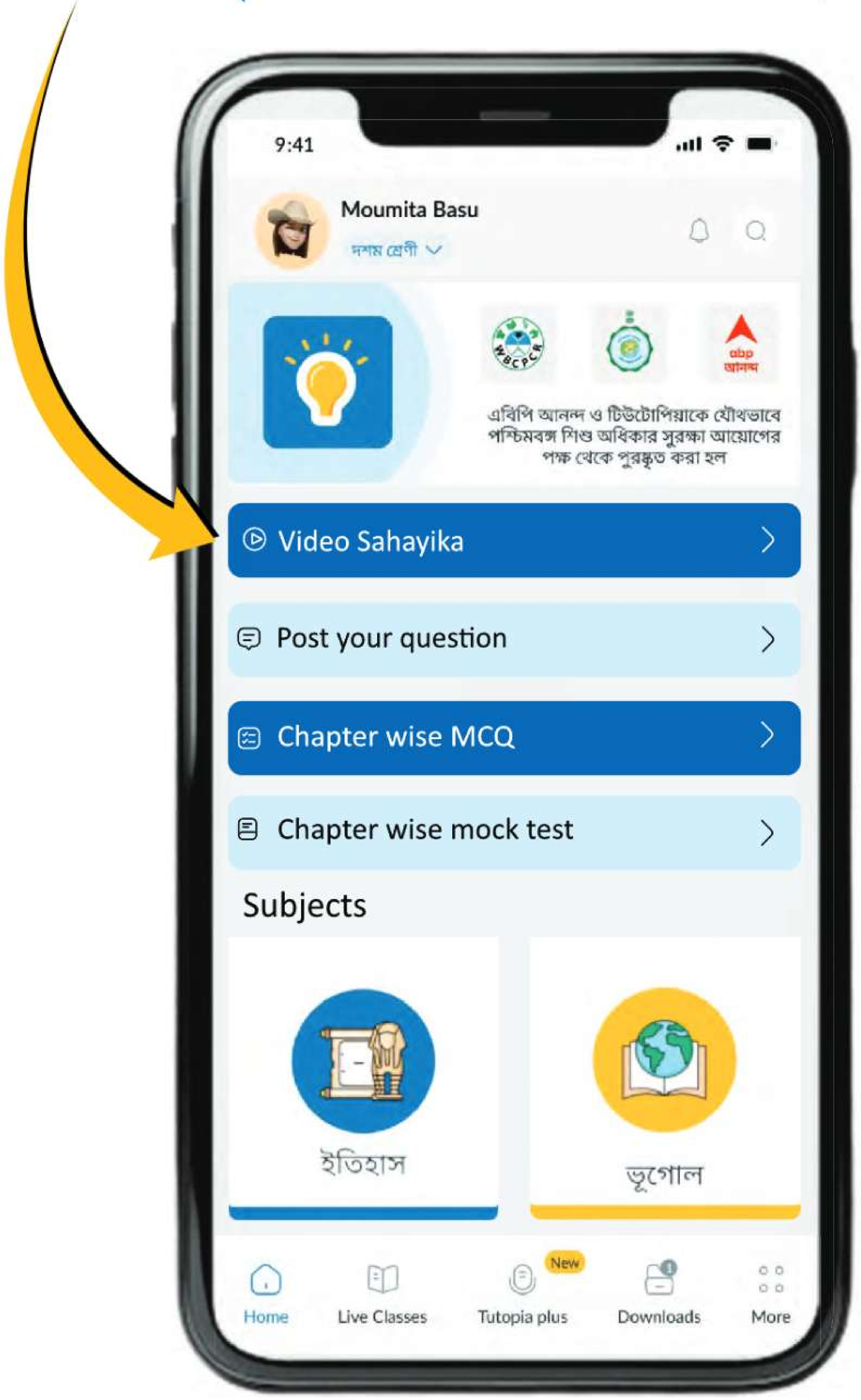

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের ধারণা

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা

বতর্মান যুগ হল বিজ্ঞানের যুগ। এই বিজ্ঞানের যুগে ইতিহাস পড়ার কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই নিয়ে অনেকসময়ই প্রশ্ন ওঠে। আর ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানা থাকলেও সেগুলি নিয়ে তর্কবিতর্ক কেন সৃষ্টি হয়, সেই বিষয় বোঝার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

1.1. ভারতবর্ষের ইতিহাস: রবীন্দ্রনাথের চোখে

রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতবর্ষের যে ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে বিদেশ থেকে বিভিন্ন জাতির আগমন, তাদের রাজত্ব, যুদ্ধ প্রভৃতি। এই ইতিহাসে ভারতবাসীর কথা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। আর তারা ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত সঠিক তথ্য লাভ করতেও সক্ষম হয় না। তাই দেশের মানুষেরই সব কুসংস্কার বর্জন করে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বলেন বাঙালির ইতিহাস বাঙালি লিখলেই তা যথার্থ হবে। আর দেশবাসীরও সঠিক ইতিহাস জানা দরকার।

আবার যুক্তির নিরিখে কোনো ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করা, নিজ মত প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও ইতিহাস সহায়তা করে। ভারতবাসী অসভ্য, তাদের সভ্য জাতি হিসেবে গড়ে তোলার যুক্তি দেখিয়ে ব্রিটিশ শক্তি ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করেছিল। আবার ভারতবাসীরা এর পালটা যুক্তি হিসেবে অশোক, আকবর, আর্যভট্ট, চৈতন্যদেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কৃতিত্বের কথা বলে ভারতীয় সভ্যতা কতটা উন্নত তা প্রমাণ করেন।

ভারতের ইতিহাস রচনা করার দায়িত্ব ভারতীয়দেরই নেওয়া উচিত। কিন্তু নিরক্ষরতা ও অনাগ্রহের কারণে অনেকেই নিজ জাতির ইতিহাস লিখতে এগিয়ে আসে না। শিক্ষিত ব্যক্তিদের রচিত ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনায় সাধারণ মানুষের কথা বিশেষ গুরুত্ব পায় না। কোনো বিদ্রোহ বা আন্দোলনে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের ভূমিকাই প্রাধান্য পায়। অনেকসময়ই দেখা যায় কোনো ঘটনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তার কারণ ও ফলাফল পরিবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ করে ইতিহাস রচনা করেন। এই কারণেই ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য বর্তমান। এই তর্কবিতর্কই ইতিহাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

1.2. ভারতের ইতিহাসের যুগবিভাগের সমস্যা

ভারতে ইতিহাসের যুগবিভাজন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। ভারত ইতিহাসের তিনটে ভাগ দেখা যায়— প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক।

1808 খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর **রাজাবলী** নামক ইতিহাস বইয়ে সময় গোনা শুরু করেছিলেন মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠিরের কাল থেকে এবং তা কলিযুগের সময়ে এসে শেষ হয়। রাজাদের কথা বলার জন্যই তিনি **রাজাবলী** লিখেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে ইতিহাস লেখা হয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা যুক্তির ওপর ভিত্তি করে।

অন্যদিকে জেমস মিল তাঁর **History of British India** গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করেন—হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ। কিন্তু এরূপ যুগবিভাজনের দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন হিন্দু যুগ ও মুসলমান যুগ অন্ধকারময় অর্থাৎ তথাকথিত ব্রিটিশ সভ্যতা থেকে পিছিয়ে। কিন্তু মিলের এই যুগবিভাজন সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ তিনি ভারতের প্রাচীন যুগকে 'হিন্দু যুগ' বলে অভিহিত করে সেইসময়কার উল্লেখযোগ্য শাসকগণ যেমন— মৌর্য সম্রাট অশোক, বিম্বিসার প্রমুখকে হিন্দু রাজা হিসেবে পরিচিতি দিয়েছেন অথচ তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, আবার মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী। তাছাড়া মধ্যযুগের সকল শাসককেই জেমস মিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিগণিত করে মধ্যযুগকে 'মুসলিম যুগ' বলেছেন। তাঁর এই যুগবিভাজনটি ছিল অযৌক্তিক।

সময়ের নিরিখে ভারতের ইতিহাস তিন ভাগে

বিভক্ত— প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। 'আধুনিক' শব্দটি এসেছে 'অধুনা' থেকে, যার অর্থ বর্তমানকাল বা সম্প্রতি বা নতুন। পলাশির যুদ্ধ থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে শেষ হওয়া এবং আরও সময় এগিয়ে যাওয়া আধুনিক ভারতের ইতিহাসের বিষয়। আধুনিক ইতিহাসের আগে ছিল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস এবং তারও আগে ছিল প্রাচীন যুগের ইতিহাস।

কিন্তু ইতিহাসের এইরূপ যুগবিভাজনও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। 1707 খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে সংঘটিত পলাশির যুদ্ধকে আধুনিক যুগের অন্তর্গত করা হয়। তা ছাড়া ব্রিটিশরা প্রাথমিকপর্বে মুঘলদের কৃষি, রাজস্ব, শাসন পদ্ধতি ও অন্যান্য ব্যবস্থাকেই বহাল রেখেছিলেন। তাহলে কোন্ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা ঘটনাকে আধুনিক যুগের ইতিহাসের বিষয়বস্তু করা হবে সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়।

আসলে প্রতিটি যুগেরই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দিষ্ট কোনো সন-তারিখের হিসেবে বেঁধে দেওয়া যায় না। বর্তমান থেকে ইতিহাসের দূরত্ব যত বেশি হয় সেই ঘটনাকে ঘিরে বিতর্ক তত কমতে থাকে। কলিঙ্গ যুদ্ধ বা পানিপতের যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা বর্তমানে সাধারণ মানুষের ওপর তেমন প্রভাব না ফেললেও 1947 খ্রিস্টাব্দের ভারত বিভাগ নিয়ে আলোচনা সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই বোঝার সুবিধার জন্য এই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগকে ধরেই ইতিহাস আলোচনা করা হয়ে থাকে।

1.3. ভারতের আধুনিককালের ইতিহাসের উপাদান

বর্তমানে ইতিহাসের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, তা কেবলমাত্র রাজা-রাজড়াদের কাহিনি, যুদ্ধবিগ্রহকেই প্রাধান্য দেয় না, সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনিও আধুনিক ইতিহাসচর্চায় গুরুত্ব লাভ করেছে। ইতিহাসের উপাদান কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন আধুনিক উপাদান যেমন আত্মজীবনী, ফোটোগ্রাফ, প্রশাসনিক নথিপত্র, সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা বর্তমানে ইতিহাস রচনায় বিশেষ উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিজ দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত প্রকাশ পায়। ঐতিহাসিক তা অন্ধভাবে অনুসরণ করলে সঠিক তথ্য লাভ কখনোই সম্ভব হয় না। আবার ফোটোগ্রাফের ক্ষেত্রেও ফোটোগ্রাফারের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয়। প্রশাসনিক নথিপত্রের তথ্যগুলিও বিবেচনা না করে অনুসরণ করা সঠিক নয়। ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক নথিপত্রে মূলত ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়। তাই উপজাতিদের বিদ্রোহগুলিকে ব্রিটিশরা তাদের রিপোর্টে 'উৎপাত', 'দাঙ্গা', বলে পেশ করেছেন। কিন্তু সাঁওতাল, মুন্ডা বিদ্রোহের মতো উপজাতি বিদ্রোহগুলি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই কারণেই ইতিহাসের উপাদানগুলির প্রত্যেকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে।

আবার অনেকক্ষেত্রেই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ।

কোনো শক্তিধর দেশ বা জাতি তুলনায় কম শক্তিসম্পন্ন দেশ বা জাতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যে প্রক্রিয়ায়, তা সাম্রাজ্যবাদ নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ঔপনিবেশিকতাবাদ। এই পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুর্বল দেশের ওপর ঔপনিবেশিকতার বিস্তার ঘটায়। যেমন— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত ইংল্যান্ডের উপনিবেশ থাকায় ভারতের মানুষ এই যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়, প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় সম্পদও যুদ্ধে ব্যবহার করে ব্রিটিশরা। আর অনেকসময়ই এই ঔপনিবেশকতা, সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে দুর্বল, শোষিত, নিপীড়িত জাতিগুলি একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। মানুষের এই ভাবধারা জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিতি পায়। এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারার জাগরণের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসী একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতায় শামিল হয়েছিল।

বৃহৎ ভারতবর্ষ কীভাবে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পড়ে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং তার ফলাফলই বা কী হল তা জানতে ও বুঝতে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক।

KEY POINTS

- অতীতের কোনো ঘটনা তা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক যাই হোক সেই সম্পর্কে অধ্যয়ন ও আলোচনার বিষয়টির নাম ইতিহাস।
- ইতিহাস কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, রাজার কাহিনি, হিংসাত্মক ঘটনার বিবরণী নয়; ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানুষকে ঘিরে আবর্তিত হয়।
- 'ইতিহাস' শব্দটি ভাঙলে দাঁড়ায় 'ইতি-হ-আস' অর্থাৎ এইরূপই ছিল।
- ইতিহাস পাঠ দ্বারা প্রমাণ করা যায় প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের উজ্জ্বল অতীত কাহিনি আছে।
- জেমস মিল সর্বপ্রথম ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগে বিভক্ত করেছিলেন।
- সাধারণত ইতিহাসে অধিক গ্রহণযোগ্য যুগ বিভাজনটি হল— প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ।
- কোনো বিদেশি জাতি যখন কোনো দুর্বল দেশের ইতিহাস লেখে তখন সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং সেই দেশের জনগণকে অসভ্য, অশিক্ষিত প্রতিপন্ন করতে চায়। তাই ইতিহাসে তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়।
- কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনার ভিত্তিতে কোনো দেশের ইতিহাসের যুগবিভাজন করলে তা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সেই বিভাজন অনেকসময় যুক্তিযুক্ত হয় না।
- ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি হল—আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, ফোটোগ্রাফ, প্রশাসনিক নথিপত্র, সংবাদপত্র, অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেকটি উপাদান সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।
- যে প্রক্রিয়ায় শক্তিধর দেশ দুর্বল দেশের স্বাধীনতা হরণ করে, সেটি হল সাম্রাজ্যবাদ।
- যে প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী দেশ দুর্বল দেশের সম্পদ, লোকবল ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করে, সেটি হল ঔপনিবেশিকতা।
- যে প্রক্রিয়ায় দুর্বল দেশের জনগণ একত্রিত হয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলে, সেটি হল জাতীয়তাবাদ।

Special Tips

- জোসেফ নিসেফোর নিপস 'ফোটোগ্রাফির জনক' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
- নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা **বাঙ্গালীর ইতিহাস**, বাংলা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান।
- বাংলার সুলতানদের **বাঙ্গালার শাহ** নামে অভিহিত করা হত।
- ব্রিটিশ সোনার মুদ্রাকে *কেরোলাইনা* বলা হত।
- পৃথিবীর প্রথম ফোটোগ্রাফ ছিল 'View From The Window at Le Grass'।
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতককে ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসের সূচনাকাল ধরা হয়।

MIND MAP

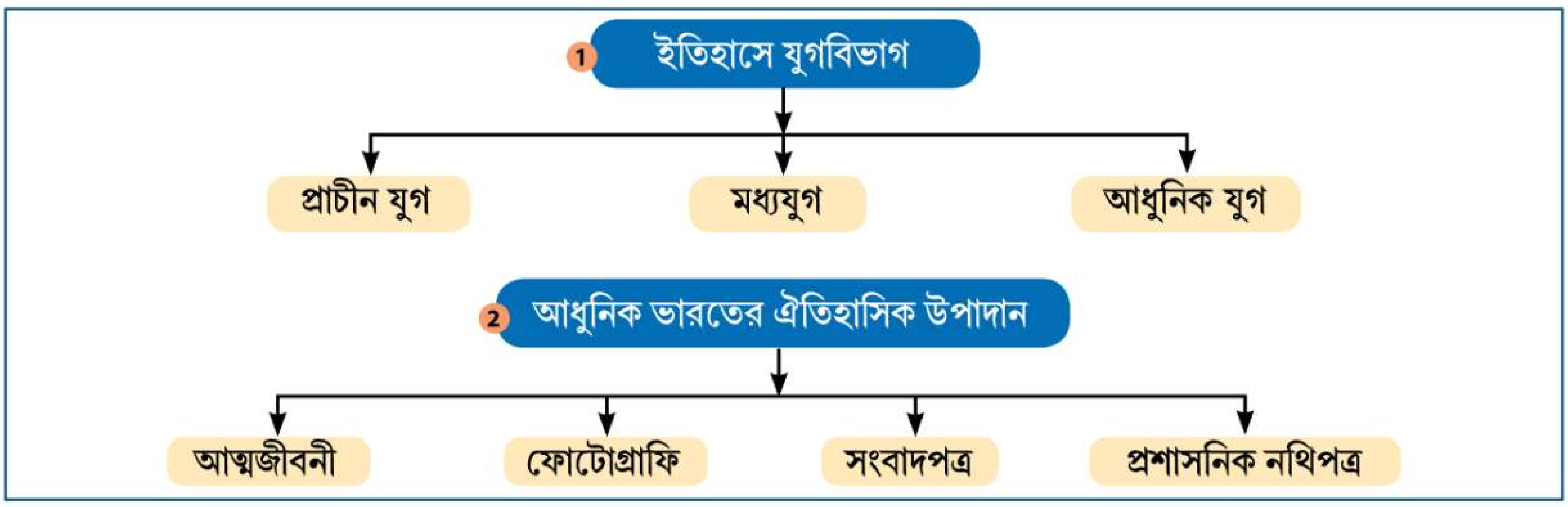

দ্বিতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা

1707 খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতে আগমন এবং ধীরে ধীরে ভারতে শাসক হিসেবে কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রক্রিয়া ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

2.1 মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ: মুঘল আমলের শেষ উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী শাসক ঔরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পরই এই সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সূচনা হয়। তাঁর পরবর্তী মুঘল শাসকদের অযোগ্যতা তাদের শক্তিক্ষয়ের অন্যতম কারণ। তাছাড়া মুঘল আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অনেকাংশে দক্ষ সামরিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তার সঙ্গে বিশেষ কোনো সামরিক সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়ায় প্রশাসন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। একদিকে মারাঠা নেতা শিবাজির আক্রমণ, অন্যদিকে 1738-39 খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহের নেতৃত্বে পারসিক আক্রমণ, 1756-57 খ্রিস্টাব্দে আফগান আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যা, জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট, অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি একাধিক কারণ বিদ্যমান ছিল।

2.2 আঞ্চলিক শক্তির উত্থান: মুঘল সাম্রাজ্যের সংকটময় পরিস্থিতির সুযোগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল কতকগুলি আঞ্চলিক শক্তি। এদের মধ্যে তিনটি প্রধান শক্তি বাংলা, হায়দরাবাদ, অযোধ্যা মুঘলদের অধীনে থেকেও স্বতন্ত্র ক্ষমতা ভোগ করত।

2.2.1 বাংলা: বাদশাহ ঔরঙ্গজেব সুবা বাংলার রাজস্ব আদায়ের জন্য দেওয়ান পদে নিয়োগ করেছিলেন মুর্শিদকুলি খানকে।

> টুকরো কথা
>
> **মুর্শিদকুলি খান-কে ঔরঙ্গজেবের চিঠি**
>
> তাঁকে বাদশাহ কিছু চিঠি পাঠান যার মাধ্যমে তাঁর প্রতি মুঘল সম্রাটের মনোভাব পরিস্ফুট হয়। প্রথম চিঠিতে মুর্শিদকুলির করবৃদ্ধির কথা, আবার দ্বিতীয় চিঠিতে বঙ্গদেশ ও ওড়িশা থেকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ রাজস্ব শীঘ্র প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়, যা থেকে তৎকালীন পরিস্থিতিতে ঔরঙ্গজেবের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা জানা যায়। রাজস্ব সংগ্রহে মুর্শিদকুলির কঠোর পরিশ্রমে খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে খেলাৎ ও ফরমান প্রদান করার কথা তৃতীয় চিঠির মাধ্যমে জানান। সেই সময়ে সুবা বাংলা থেকে সংগৃহীত রাজস্বের ওপর মুঘল অর্থনীতি অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ফলে মুর্শিদকুলির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, 1717 খ্রিস্টাব্দে তিনি লাভ করেন বাংলার নাজিমপদ। দেওয়ান ও নাজিম দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব একসঙ্গে লাভ করে চরম ক্ষমতার অধিকারী হন মুর্শিদকুলি খান।

তাঁর আমলে বাংলা বাণিজ্যে, ভূমিরাজস্বে এবং অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি করেছিল। স্থল ও জলপথে বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানি করা হত। এ সময় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান ও আর্মেনীয় বণিকরা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

> টুকরো কথা
>
> **জগৎ শেঠ**
>
> এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ছিল মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মূলধন বিনিয়োগকারী জগৎ শেঠ। কিন্তু এই জগৎ শেঠ কোনো ব্যক্তির নাম নয়, নির্দিষ্ট একটি বণিক পরিবারের উপাধি। মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে মানিকচাঁদ নামক এক ব্যবসায়ীর সম্পর্ক ভালো হওয়ার দরুন তিনি মুর্শিদাবাদে ব্যাবসা শুরু করেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর ভাগ্নে ফতেহচাঁদ ব্যাবসার দায়িত্ব নিলে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে তিনি লাভ করেন জগৎ শেঠ উপাধি, যা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বণিক পরিবারের প্রভাব ছিল অনেক বেশি।

1727 খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর বাংলার ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে জগৎ শেঠ ও কয়েকজন ক্ষমতাবান জমিদারদের সাহায্যেই আলিবর্দি খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

তিনি মুঘল কর্তৃত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করলেও মুঘল সম্রাটকে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো এবং বাংলা সম্পর্কিত তথ্য প্রেরণ বন্ধ করে দেন, স্বশাসিত প্রশাসন পরিচালনা করেন।

টুকরো কথা

বাংলায় বর্গিহানা

আলিবর্দি খানের আমলেই বাংলা ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে মারাঠারা লুঠতরাজ ও আক্রমণ চালায়, যা 'বর্গিহানা' নামে প্রবাদে পরিচিত। মুর্শিদাবাদেও বর্গি আক্রমণ হলে 1751 খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি হয়। বর্গিহানার ফলে বাংলার পশ্চিমপ্রান্তের মানুষ পূর্ব, উত্তর বাংলা ও কলকাতায় চলে যায়। বর্গিহানা প্রতিরোধের জন্য কলকাতায় একটি খালও খনন করা হয়েছিল, যা বর্তমান জিপিও থেকে সল্টলেক পর্যন্ত প্রথমে বিস্তৃত হলেও পরে গোবিন্দপুরে কোম্পানির সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এবিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিল কলকাতার বণিকগণ।

1756 খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ উদ্-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

2.2.2 হায়দরাবাদ: বাংলা ছাড়া অপর অন্যতম আঞ্চলিক শক্তি ছিল হায়দরাবাদ। মির কামার-উদ্দিন খান সিদ্দিকি 1723 খ্রিস্টাব্দে মুবারিজ খানকে পরাজিত করে হায়দরাবাদ রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঔরঙ্গজেব কর্তৃক 'চিন কুলিচ খান' উপাধিতে ভূষিত হন। এরপর দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদের অধিকারী হয়ে হায়দরাবাদকে দক্ষিণ ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেন। হায়দরাবাদে মুঘল সম্রাটের নামে খুতবা পাঠ, মুদ্রা চালু করা হয়। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্র বিশেষত জায়গিরদারি ব্যবস্থা মুঘল বাদশাহের হাতের বাইরে চলে যায়। এইভাবে হায়দরাবাদ ক্রমশ এক স্বাধীন রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

2.2.3 অযোধ্যা: মুঘলদের অধীনতা মেনে নিয়ে স্বশাসিত আঞ্চলিক রাজ্য অযোধ্যা সাদাৎ খানের যোগ্য নেতৃত্বে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। অযোধ্যার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য সাদাৎ খান নিযুক্ত হন। খুব কম সময়েই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি মুঘল বাদশাহকে খুশি করেন এবং মুঘল সম্রাটের অনুমতি নিয়ে নিজ জামাতা সফদর জং-কে অযোধ্যার প্রশাসক হিসেবে মনোনীত করেন। কিন্তু মুঘল বাদশাহকে অযোধ্যার প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিষয়ক তথ্য পাঠানো বন্ধ করে দেন। 1740 খ্রিস্টাব্দে সাদাৎ খানের মৃত্যুর পর সফদর জং এবং তারপর সুজা উদ্-দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

2.3 বাংলার নবাব ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের বিবর্তন: আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার উত্থান ঘটলেও ইউরোপীয় বণিক ও বাণিজ্য কোম্পানির আগমন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করে। মুর্শিদকুলির শাসনকালে ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসি কোম্পানি ক্ষমতাশালী হলেও সর্বাগ্রগণ্য ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

2.3.1 মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক: নবাব মুর্শিদকুলি খান ইউরোপীয় বণিকদের সবরকম বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা প্রদান করলেও নিজের কর্তৃত্ব তাদের ওপর বহাল রেখেছিলেন।

টুকরো কথা

ফাররুখশিয়রের ফরমান

1717 খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়র কর্তৃক প্রদত্ত এক ফরমান দ্বারা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগসুবিধা লাভ করে। এই ফরমানে বলা হয়—

- ব্রিটিশ কোম্পানি বছরে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনাশুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করতে পারবে।
- কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে 38টি গ্রামের জমিদারি কিনতে পারবে কোম্পানি।
- কোম্পানির পণ্য চুরি করলে বাংলার নবাব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন ও কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন নবাব।
- কোম্পানির জাহাজের সঙ্গে অনুমতিপত্র থাকলেই তারা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাবে।
- নবাবের মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল প্রয়োজনমতো ব্যবহারের অধিকার কোম্পানি পাবে।

কিন্তু ফাররুখশিয়রের ফরমান প্রদত্ত কোম্পানির অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে মুর্শিদকুলি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক ছাড় না দেওয়ার কথা বলেন, আর মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাধা দেন। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ীরা দস্তকের অপব্যবহার করে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যাবসাতেও শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে। এর ফলে মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

2.3.2 আলিবর্দি খানের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক: আলিবর্দি খান বাংলার অর্থনীতিকে মজবুত করতে বিদেশি

বণিকদের বাণিজ্যকে সমর্থন করলেও ব্যাবসাগত অধিকারের বাইরে অন্য কোনো বিশেষ সুযোগসুবিধা যাতে তারা লাভ করতে না পারে সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। 1744 খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বর্গিহানার সময় নবাব ব্রিটিশ কোম্পানির কাছ থেকে 30 লক্ষ টাকা দাবি করেন। কিন্তু কোম্পানি তা দিতে রাজি না হওয়ায় ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। তাছাড়া আর্মেনীয় বণিকদের সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ আলিবর্দিকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

2.4 সিরাজ উদ্-দৌলা ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক: পলাশির যুদ্ধ— আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ উদ্ দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর সিংহাসন আরোহণে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই খুশি ছিলেন না, এমনকি সিরাজের প্রধান সেনাপতি মিরজাফরও তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে উদ্যত হন। এরূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে সিরাজ ইংরেজদের সঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

টুকরো কথা

সিরাজের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের কারণ ও খোজা ওয়াজিদকে লেখা চিঠি

সিরাজের ব্রিটিশদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণ সম্পর্কে আর্মেনীয় বণিক খোজা ওয়াজিদকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়। এই চিঠিতে তিনি ব্রিটিশদের কিছু নিয়মবিরুদ্ধ কার্যাবলির কথা বলেন, যেমন— তাদের নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে দুর্গ নির্মাণ, দস্তকের অপব্যবহার, অসাধু বাদশাহী কর্মচারীদের আশ্রয় দান প্রভৃতি নবাবকে ব্রিটিশদের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

নবাব কলকাতার কাশিমবাজারের ব্রিটিশ কুঠি আক্রমণ করেন এবং 1756 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের পরাজিত করে কলকাতা দখল করে তার নাম দেন আলিনগর।

টুকরো কথা

অন্ধকূপ হত্যা

কলকাতা দখলের পর সিরাজের বিরুদ্ধে কোম্পানির এক কর্তাব্যক্তি হলওয়েল প্রচার করেছিলেন যে, নবাব 146 জন ব্রিটিশ নরনারীকে একটি ছোটো ঘরে বন্দি করে রেখেছিলেন, যার ফলে তাদের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা **'অন্ধকূপ হত্যা'** নামে পরিচিত। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারণ এই ঘটনার কথা তৎকালীন সময়ের কোনো নথিতেই পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া বন্দিগৃহটি এতটাই ছোটো ছিল যে তাতে 146 জন মানুষের থাকা অসম্ভব।

সিরাজ কলকাতা দখল করলেও শীঘ্রই রবার্ট ক্লাইভ ক্ষুব্ধ হয়ে 1757 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা পুনর্দখল করেন। এরপর নবাব ও কোম্পানির মধ্যে **আলিনগরের সন্ধি** স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ব্রিটিশ কোম্পানি বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে এবং নিজেদের নামে মুদ্রা ও দুর্গ তৈরির অধিকার পায়।

সিরাজের নিকট আত্মীয়রা গোপনে রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল হয়। 1757 খ্রিস্টাব্দের 23 জুন পলাশির আম্রকাননে দু-পক্ষের মধ্যে **পলাশির যুদ্ধ** হয়। সেনাপতি মিরজাফরের নিষ্ক্রিয়তার ফলে সিরাজ পরাজিত ও নিহত হন। এরপর ব্রিটিশদের সমর্থনে বাংলার সিংহাসন লাভ করেন মিরজাফর, যার দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থায়ী কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানি 24 পরগনা জেলার জমিদারি ও সেখান থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দিয়ে সামরিক ব্যয় মেটানোর অধিকারও লাভ করে। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে ব্রিটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়।

টুকরো কথা

নবাব মিরজাফর ও পলাশির লুণ্ঠন

ব্রিটিশ কোম্পানি বিভিন্ন অজুহাতে মিরজাফরের কাছ থেকে প্রায় তিন কোটি টাকার সম্পদ আদায় করে, যা নবাবের কোশাগার নিঃস্ব করে দেয়। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ কোম্পানির এই সম্পদ আহরণ **পলাশির লুণ্ঠন** নামে পরিচিত। কিন্তু বহুল পরিমাণে সম্পদ আহরণের পরও ব্রিটিশ কোম্পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে তার জামাতা মিরকাশিমকে বাংলার নবাব পদে বসানো হয়।

2.5 মিরকাশিম ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক: বক্সারের যুদ্ধ—মিরকাশিম সিংহাসনে আরোহণ করলেও তিনি মিরজাফরের মতো ইংরেজদের কথা অনুযায়ী চলতে রাজি ছিলেন না। শাসনকালের প্রথমদিকে কোম্পানির আধিকারিকদের মিরকাশিম 29 লক্ষ টাকা এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারির অধিকার প্রদান করেন। কিন্তু এরপরই বাংলাকে ব্রিটিশ প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। আর বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। মিরকাশিমের রাজত্বকালে কোম্পানির বণিকদের বেআইনি ব্যবসা বিশেষত শুল্কে ফাঁকি দেওয়ার ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে। ফলে নবাব ব্রিটিশদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে দেশীয় বণিকদের ওপর থেকে বাণিজ্যশুল্ক তুলে নেন।

এইরূপ পরিস্থিতিতে মিরকাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধিতার সূচনা হয়।

টুকরো কথা

বক্সারের যুদ্ধ ও দেওয়ানি লাভ

কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা এবং মুঙ্গেরের যুদ্ধে মিরকাশিম কোম্পানির কাছে পরাজিত হয়ে অযোধ্যায় পালিয়ে গেলে কোম্পানি পুনরায় মিরজাফরকে সিংহাসনে বসায়। সেই সময়ে মিরকাশিম অযোধ্যার শাসক সুজা উদ্-দৌলা ও দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে নিয়ে জোট গঠন করে 1764 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধে শামিল হন। এই যুদ্ধে কোম্পানি জয়ী হয়। ফলে মিরকাশিম ও অযোধ্যার নবাব পালিয়ে যান, আর দিল্লির সম্রাট নিজ অধিকার বজায় রাখতে 1765 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানির অধিকার দিতে বাধ্য হন।

এই যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন বাংলার ওপর কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ঠিক তেমনই বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার শাসকের পরাজয় সমগ্র উত্তর ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তারে সহায়ক হয়।

2.6 দেওয়ানির অধিকার ও দ্বৈত শাসন: বক্সারের যুদ্ধের পরবর্তীকালে 1765 খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ পুনরায় যখন বাংলায় ফিরে আসেন, তখন বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মিরজাফরের পুত্র নজম উদ্-দৌলা। কোম্পানি নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে নানান সুযোগসুবিধা লাভের জন্য দ্বিতীয় শাহ আলম ও সুজা উদ্-দৌলার সঙ্গে দুটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুসারে সুজা উদ্-দৌলা কোম্পানিকে 50 লক্ষ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে অযোধ্যার শাসনভার পুনরায় লাভ করে আর কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল অযোধ্যা থেকে আলাদা করে মুঘল বাদশাহকে দেওয়া হয়। মুঘল বাদশাহ দিল্লির অধিকার ফিরে পেয়ে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানির অধিকার ব্রিটিশ কোম্পানিকে দেন আর তার বিনিময়ে ব্রিটিশরা বাদশাহকে বার্ষিক 26 লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করে।

ফলে বাংলার নবাব ও দিল্লির বাদশাহ উভয়েই নামমাত্র শাসকে পরিণত হয়। আর ব্রিটিশ কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়।

টুকরো কথা

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

বাস্তবে বাংলায় দু'জন শাসক তৈরি হয়। বাংলার নবাবের হাতে থাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আর কোম্পানির হাতে থাকে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব। ফলে নবাবের ওপর প্রভূত দায়িত্ব অর্পিত হলেও তাঁর হাতে ক্ষমতা সেভাবে কিছুই ছিল না। অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ছিল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। বাংলায় এইরূপ শাসনব্যবস্থাই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত।

দেওয়ানির অধিকার লাভের ফলে কোম্পানি ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা মূলধনের পরিমাণ কমিয়ে বাংলার রাজস্বই কোম্পানির ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে থাকে।

টুকরো কথা

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থা চলাকালীন কোম্পানির মাত্রাতিরিক্ত অর্থনৈতিক শোষণ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে 1770 খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ 1176 বঙ্গাব্দে। এই দুর্ভিক্ষই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

2.7 কোম্পানি-শাসনের বিস্তার— ব্রিটিশ রেসিডেন্স ব্যবস্থা: ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশরা রেসিডেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ভারতের স্থানীয় রাজারা ব্রিটিশদের চোখ এড়িয়ে কোনো কাজ যাতে করতে না পারে তার জন্য কোম্পানি রাজদরবারে একজন করে ইংরেজ প্রতিনিধি নিয়োগ করে যারা 'রেসিডেন্ট' নামে পরিচিত। বক্সারের যুদ্ধের পরে কোম্পানি সচেতন হয়ে বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দরাবাদের রাজদরবারে নিজেদের রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে।

2.8 দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগ: অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতি—ব্রিটিশ শক্তি ভারতে দ্রুত সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য নানারকম পরিকল্পনা করতে থাকে।

টুকরো কথা

ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বাধিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভারতে উপনিবেশ স্থাপনকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের সঙ্গে ফরাসিদের সংঘাত 1744 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1763 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু শেষ যুদ্ধে ফরাসিদের পরাজয় ঘটলে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা বিস্তারের পথ সুপ্রশস্ত হয়।

বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিকে করায়ত্ত করতে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক গৃহীত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক গৃহীত স্বত্ববিলোপ নীতি অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কোম্পানি নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের লক্ষ্যে নীতিগুলি প্রবর্তন করে।

2.8.1 **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি**: সাম্রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে 1798 খ্রিস্টাব্দে দেশীয় রাজ্যগুলিকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে কোম্পানির অধীনে আসার জন্য বাধ্য করেন। হায়দরাবাদের নিজাম নিজের ইচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিলেও মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান তা মানেননি ফলে তাঁকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। যুদ্ধে জয়ী হয়ে মহীশূরের কিছু অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে কোম্পানি এবং কিছু অংশ হায়দরাবাদকে দিয়ে দেওয়া হয়।

শুধুমাত্র মহীশূর নয় মারাঠা শক্তিও কোম্পানির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিতে বাধ্য হয়। 1802 খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওকে বেসিনের সন্ধির দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অধীনে আনা হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ চলতে থাকায় দ্বিতীয় বাজিরাও মারাঠা শক্তিকে একত্রিত করে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে কোম্পানির বিরুদ্ধে শামিল হন। কোম্পানি এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতেও নিজেদের আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

আবার অযোধ্যার উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদের সুযোগে কোম্পানি অযোধ্যার কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। অন্যদিকে পাঞ্জাবে শিখদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হলে কোম্পানি বাণিজ্যিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং তারা পাঞ্জাবে হস্তক্ষেপ করে, ফলে 1845 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হওয়ার ফলে শিখ দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়।

2.8.2 **স্বত্ববিলোপ নীতি**: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন। এই নীতি প্রণয়নের দ্বারা তিনি ঘোষণা করেন কোনো দেশীয় রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। ডালহৌসি এই আগ্রাসী নীতি প্রয়োগ করে উদয়পুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর, সাতারা ইত্যাদি অঞ্চলে কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তা ছাড়া দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে কোম্পানির জয়লাভের ফলে সম্পূর্ণ পাঞ্জাব কোম্পানির অধীনে চলে আসে। 1857 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি ভারতের বৃহৎ অঞ্চলের ওপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

KEY POINTS

- 1739 খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহের আক্রমণ এবং 1757 খ্রিস্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।
- মুঘলদের পতনের পশ্চাদে দায়ী ছিল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট, কৃষক বিদ্রোহ, প্রজা সংকট, অভিজাতদের দলাদলি ইত্যাদি।
- সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল শাসকদের অযোগ্যতার সুযোগে বাংলা, হায়দরাবাদ ও অযোধ্যা মুঘলদের অধীনতা থেকেও প্রায় স্বাধীন শক্তি হিসেবে পরিণত হয়েছিল।
- ঔরঙ্গজেব সুবা বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন মুর্শিদকুলি খানের ওপর।
- মুর্শিদকুলির পরবর্তীকালে প্রভাবশালী জগৎ শেঠের সহায়তায় বাংলার নবাবের পদ গ্রহণ করেন আলিবর্দি খান।
- মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দি উভয়েই বাংলার অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য বিদেশি বাণিজ্যকে সমর্থন করলেও তাদের কার্যবিধির ওপর কড়া নজর রাখতেন।
- হায়দরাবাদ মুঘলদের অধীনে এক স্বতন্ত্র ক্ষমতাশালী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চিন কুলিচ খানের নেতৃত্বে।
- পরবর্তী শাসক নিজাম হায়দরাবাদকে আরও শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়ে তুলেছিলেন।
- সাদাৎ খান এবং সফদর জং-এর নেতৃত্বে অযোধ্যা এক স্বাধীন নগরীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ক্রমশ দিল্লির নিয়ন্ত্রণ থেকে অযোধ্যা নিজেকে মুক্ত করেছিল।
- 1498 খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা সর্বপ্রথম উত্তমাশা অন্তরীপের পথ অনুসরণ করে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হলে পশ্চিম ইউরোপের কাছে প্রাচ্যের সমুদ্রপথ উন্মুক্ত হয়।
- পরবর্তীকালে ভারতের অফুরন্ত সম্পদের লোভে

একে একে ফরাসি, ইংরেজ, ডাচ ও দিনেমাররা ভারতে আসে।

- 1717 খ্রিস্টাব্দে ফাররুখশিয়রের ফরমান দ্বারা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রায় অবাধে বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে।
- 1756 খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ উদ্-দৌলা বাংলার নবাব হলে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হয়।
- সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন সিরাজের নিজের লোকেরাই, যেমন—সেনাপতি মিরজাফর, জগৎ শেঠ প্রমুখ।
- 1757 খ্রিস্টাব্দের 23 জুন সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সিরাজ উদ্-দৌলা পরাজিত হন।
- পরবর্তী নবাব মিরজাফর নিজ অযোগ্যতার জন্য নবাব পদে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি।
- পরবর্তী নবাব হন মিরজাফরের জামাতা মিরকাশিম। কিন্তু তিনি ইংরেজদের হাতের পুতুলরূপে না থেকে বাংলাকে মুক্ত করে স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।
- 1764 খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্ দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।
- বক্সারের যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজ শক্তি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের থেকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থা চালু হয়।
- ভারতে ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থানীয় রাজাদের রাজসভায় নিজেদের 'রেসিডেন্ট' নিয়োগ করে যা 'রেসিডেন্স ব্যবস্থা' নামে পরিচিত।
- ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' এবং লর্ড ডালহৌসি 'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রয়োগ করে একাধিক দেশীয় রাজ্য আত্মসাৎ করেন।

Special Tips

- কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, দাক্ষিণাত্য মালভূমির এক ওড়িয়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন মুর্শিদকুলি খান, পরবর্তীকালে তাঁকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।
- মুর্শিদকুলি খানের জন্মের সময় নাম ছিল সূর্য নারায়ণ মিশ্র।
- আলিবর্দি খানের প্রকৃত নাম ছিল মির্জা মোহম্মদ আলি।
- আলিবর্দি খান প্রথমে সুজাউদ্দিন খানের অধীনে রাজস্ব বিভাগে কর্মরত ছিলেন।
- আলিবর্দি খানের শাসনকালে সিরাজ ঢাকার নৌবাহিনীর অধিকর্তা ছিলেন।
- সাদাৎ খান ঔরঙ্গজেবের শেষ যুদ্ধাভিযানে যোগদান করে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য 'খান বাহাদুর' উপাধি পান।
- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত মিরজাফরের বাসস্থানটি 'নিমক হারাম দেউরি' নামে পরিচিতি পায়।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালীন সময়ে বাংলার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কার্টিয়ার।
- লর্ড ওয়েলসলির উদ্যোগে 1803 খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট হাউস নির্মিত হয়, যা বর্তমানে রাজভবন নামে পরিচিত।

MIND MAP

পাঠ্য বই-এর "ভেবে দেখো খুঁজে দেখো" অংশের প্রশ্নোত্তর

১. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অযোধ্যা	প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ	সাদাৎ খান
স্বত্ববিলোপ নীতি	বক্সারের যুদ্ধ
লাহোরের চুক্তি	মহীশূর
টিপু সুলতান	লর্ড ডালহৌসি

উত্তর

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অযোধ্যা	সাদাৎ খান
১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ	বক্সারের যুদ্ধ
স্বত্ববিলোপ নীতি	লর্ড ডালহৌসি
লাহোরের চুক্তি	প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
টিপু সুলতান	মহীশূর

২. ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

(ক) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার_______ (দেওয়ান/ফৌজদার/নবাব)।

উত্তর দেওয়ান

(খ) আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন_______ (মারাঠা/আফগান/পারসিক)।

উত্তর আফগান

(গ) আলিনগরের সন্ধি হয়েছিল _______ (মিরজাফর ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/সিরাজ ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে/মিরকাশিম ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে)।

উত্তর সিরাজ ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে

(ঘ) ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অধিকার দেন _______ (সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম/ সম্রাট ফাররুখশিয়র/ সম্রাট ঔরঙ্গজেব)।

উত্তর সম্রাট ফাররুখশিয়র

(ঙ) স্বেচ্ছায় অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন_______ (টিপু সুলতান/সাদাৎ খান/নিজাম)।

উত্তর নিজাম

৩. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ):

(ক) ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর ভারতের ইতিহাসে ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন আনে।

1. **নবাব ও ইংরেজের সম্পর্কের অবনতি:** ফাররুখশিয়রের ফরমানের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে দস্তক প্রথার অপব্যবহার শুরু করে। ফলে বাংলার নবাব মুরশিদকুলি খান ও তাঁর পরবর্তী নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।
2. **আইনগত বাণিজ্যিক স্বীকৃতি:** ফাররুখশিয়রের ফরমানের মাধ্যমে কোম্পানির বাণিজ্য আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে।
3. **কোম্পানির নানা সুবিধা লাভ:** ফাররুখশিয়রের ফরমানের মাধ্যমে কোম্পানি দস্তক ব্যবহারের সুবিধা পায়। দস্তক ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে কোম্পানি বাংলায় অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা ও মর্যাদা লাভ করে।

(খ) কে, কীভাবে ও কবে হায়দরাবাদে আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

উত্তর মুঘল আমলের শেষ পর্বে আঞ্চলিক শক্তিরূপে হায়দরাবাদের উত্থান ঘটে।

1. **হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা:** ১৭০৭ খ্রি. মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পর মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে **মির কামারউদ্দিন সিদ্দিকি (চিন কুলিচ খান)** ১৭২৪ খ্রি. স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
   উপায়: কামারউদ্দিন আপাতদৃষ্টিতে মুঘল কর্তৃত্ব মেনে চলতেন। তিনি মুঘলদের অনুকরণে শাসনকার্যও পরিচালনা করতেন। ফলে হায়দরাবাদে আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) 'পলাশির লুণ্ঠন' কাকে বলে?

উত্তর ১৭৫৭ খ্রি. পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নানা অজুহাতে মিরজাফরের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা অর্থ আদায় করতে থাকে। এইভাবে কোম্পানি অর্থ লুঠ করতে থাকে। কোম্পানির এই অর্থ আত্মসাৎকে বলা হয় পলাশির লুণ্ঠন।

(ঘ) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?

উত্তর ১৭৬৫ খ্রি. মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুবা বাংলার

দেওয়ানি অধিকার লাভ করে। এর ফলে বাংলায় দু'জন শাসকের অধিকার কায়েম হয়। এই ব্যবস্থা দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই শাসনের একদিকে ছিলেন বাংলার নবাব এবং অন্যদিকে ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে ছিল রাজনৈতিক ও নিজামত বা আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব। আর কোম্পানির হাতে ছিল অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব।

(ঙ) ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের কাজ কী ছিল?

উত্তর ভারতে ইংরেজ কোম্পানির চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম ছিল রেসিডেন্ট ব্যবস্থা। রেসিডেন্ট বা ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতিনিধিরা কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষার কাজ করত। এছাড়া তারা কোম্পানির হয়ে ভারতীয় রাজাদের কাজের ওপর নজরদারি চালাত।

৪. নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০টি শব্দ):

(ক) অষ্টাদশ শতকে ভারতে প্রধান আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থানের পিছনে মুঘল সম্রাটদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতাই কেবল দায়ী ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত আছে। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ ছিল আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান। তবে বিষয়টি কেবলমাত্র সম্রাটদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা-অযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল না। এক্ষেত্রে অন্যান্য কারণও দায়ী ছিল। ঔরঙ্গজেব পরবর্তী প্রায় সকল মুঘল সম্রাটই অযোগ্য ছিলেন। ফলে মুঘল শাসন ব্যবস্থায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমল থেকে এইসব সমস্যা শুরু হয় এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে তা প্রকট হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেব পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যে জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট, কৃষি সংকট প্রভৃতি দেখা দেয়। আর মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বাংলা, হায়দরাবাদ ও অযোধ্যায় আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটে। ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সম্রাটের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার পাশাপাশি এই সমস্ত কারণগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটায়।

(খ) পলাশির যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের মধ্যে কোন্‌টি ব্রিটিশ কোম্পানির ভারতে ক্ষমতা বিস্তারের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করে এবং বাংলার রাজনীতিতে পদার্পণ করে। এরপর বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর এদেশে কোম্পানি রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে।

গুরুত্ব:

1. **বক্সারের যুদ্ধ ভাগ্য নির্ণায়ক:** আসলে বক্সারের যুদ্ধই কোম্পানির ভাগ্য ঠিক করে দিয়েছিল। এর ফলাফল অন্যরকম হলে কোম্পানির ভবিষ্যৎও অন্যরকম হত।
2. **দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠা:** বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।
3. **আধিপত্য প্রতিষ্ঠা:** পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ কোম্পানির সাফল্যকে সূচিত করে। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।
4. **উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা:** বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর কোম্পানি উত্তর ভারতের আগ্রহী হয়ে আযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে অনুগত শাসকে পরিণত করে। ফলে প্রায় সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে কোম্পানির আধিপত্যের সূচনা ঘটে।
5. **আর্থিক লুণ্ঠন:** বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলায় কোম্পানির অবাধ অর্থনৈতিক লুণ্ঠন শুরু হয়।

(গ) মিরকাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধের ক্ষেত্রে কোম্পানির বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসার কী ভূমিকা ছিল? বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব কী হয়েছিল?

উত্তর **ব্যবসার ভূমিকা:** মিরজাফরের পর বাংলার নবাব হন তাঁর জামাই মিরকাশিম। ইংরেজরা তাঁকে এই পদে বসায়। মিরকাশিম একজন স্বাধীনচেতা নবাব ছিলেন। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিঃশুল্ক বাণিজ্য মেনে নিতে পারেননি। কেননা এর ফলে নবাবের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল এবং দেশীয় বণিকরা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছিল। তাই মিরকাশিম দেশীয় বণিকদের উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক তুলে দেন। এর ফলে দেশীয় বণিকরা কিছু সুবিধা পেলেও নবাবি কোশাগার অর্থাভাবে পড়ে।

অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তারাও মিরকাশিমের বিরোধিতা শুরু করে। ফলে কোম্পানি-নবাব বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে।

◆ **দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব**: বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কোম্পানির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা আসে। কোম্পানি আরও বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদায় শুরু করে। যার ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দেয়।

(ঘ) ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি থেকে স্বত্ববিলোপ নীতিতে বিবর্তনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

উত্তর ভারতে কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি।

1. **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি**: ওয়েলেসলি অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করেন। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিতে বাধ্য করেন। এই নীতির মাধ্যমে তিনি মহীশূরের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে সেখানে সরাসরি ইংরেজ কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০২ খ্রি. বেসিনের সন্ধির মাধ্যমে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অধীনে আনা হয়। শেষপর্যন্ত মারাঠা শক্তিও অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নেয়। এই নীতির মাধ্যমে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
2. **স্বত্ববিলোপ নীতি**: ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্যতম পদক্ষেপ ছিল স্বত্ববিলোপ নীতি। লর্ড ডালহৌসি এই নীতির প্রয়োগ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি উত্তরাধিকারীহীন শাসন এলাকাগুলি দখল করেন। এই নীতি প্রয়োগ করে তিনি সাতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। এর ফলে মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) মধ্যে ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দি খান-এর সময়ে বাংলার সঙ্গে মুঘল শাসনের সম্পর্কের চরিত্র কেমন ছিল?

উত্তর **ভূমিকা**: মুঘল আমলে, বিশেষ করে মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দি খানের সময় বাংলা স্বাধীন ছিল।

◆ **বাংলা ও মুঘল শাসনের সম্পর্ক**:

1. **দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান**: আঠারো শতকের প্রথম দিকে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন মহম্মদ হাদি। ঔরঙ্গজেব তাঁকে 'মুর্শিদকুলি খান' উপাধি দেন। তিনি বাংলা থেকে প্রভূত রাজস্ব আদায় করে মুঘল কোশাগারে জমা দেন।
2. **সুবাদার মুর্শিদকুলি খান**: ঔরঙ্গজেব মারা যাবার পর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ মুর্শিদকুলি খানকে প্রথমে দাক্ষিণাত্যে বদলি করে দেন এবং পরে তাঁকে বাংলার দেওয়ান পদে পুনর্নিয়োগ করেন। শেষপর্যন্ত ফাররুখশিয়রের দয়ায় তিনি হন বাংলার নায়েব সুবাদার। পরের বছর তাঁকে উড়িষ্যারও সুবাদার করা হয়। আরও পরে ১৭১৭ খ্রি. তিনি বাংলার সুবাদার হন।

আলিবর্দি খান:

1. **ফৌজদার আলিবর্দি খান**: আলিবর্দি খানের পূর্বনাম ছিল মিরজা মহম্মদ। বাংলার নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে তিনি রাজমহলের ফৌজদার হন। এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে নবাব তাঁকে আলিবার্দি খান উপাধি দেন।
2. **নায়েব নাজিম আলিবর্দি খান**: আলিবর্দি খান বিহারের নায়েব নাজিম বা সহকারী শাসনকর্তারূপে মুঘলদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন। তিনি মুঘলদের নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করে সাফল্যের পরিচয় দেন। ফলে তাঁর আমলেও মুঘলদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

৫. কল্পনা করে লেখো (২০০টি শব্দের মধ্যে):

(ক) ধরো তুমি নবাব আলিবর্দি খান-এর আমলে বাংলার একজন সাধারণ মানুষ। তোমার এলাকায় বর্গি আক্রমণ হয়েছিলো। তোমার ও তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে বর্গিহানার অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি কথোপকথন লেখো।

উত্তর কথোপকথন (আমি ও আমার প্রতিবেশী সুমনের মধ্যে)

আমি— কী ব্যাপার সুমন? অনেকদিন তোমার কোনো খবর পাচ্ছি না, দেখা সাক্ষাৎও হচ্ছে না।

সুমন— আরে দেখা পাবে কী করে? বর্গিরাইতো আমাদের আক্রমণ করে সর্বস্বান্ত করেছিল। খোদ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

আমি— হ্যাঁ, ঠিক বলেছ ভাই! বর্গি হানার ফলে আমাদেরও চাষবাস সব শেষ হয়ে গেল। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে মাটি খুঁড়লে এখন বর্গিহানারই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সুমন— ঠিক বলেছ ভাই, বর্গিরা মেদিনীপুর, হাওড়া, বর্ধমান সর্বত্রই তাদের আক্রমণ চালিয়েছে।

শুধু সম্পত্তি লুঠ নয়, তারা মানুষকে প্রাণেও মারছে।

আমি— কী যে হবে ভাই! পড়াশুনো আর করা যাবে না বোধ হয়। এখন তো খাবার জোটানো দায় হয়ে উঠেছে?

সুমন— ঠিক তাই। সর্বত্রই একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে সেই কথা ছড়ায় পরিণত হয়েছে।

আমি— সে কী!

সুমন— হ্যাঁগো লোকমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ছড়া। তা হল, "ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গি এল দেশে"।

আমি— শুধু তাই নয়। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এও বর্গিহানার কথা বলা হয়েছে। আর বর্গিরা-তো কোনো কিছুতেই ভয় পায় না। তাদের একটাই ভয়। তা হল ইংরেজদের কামান।

সুমন— ও, তাই তারা কলকাতা আক্রমণ করেনি।

আমি— তাহলে, চলো কলকাতায়ই চলে যাই। সেখানেই পড়াশুনা করি।

সুমন— হ্যাঁ ভাই। ঠিক বলেছ। এছাড়া বাঁচার কোনো উপায় নেই।

(খ) **ধরো তুমি ব্রিটিশ কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি। '৭৬-এর মন্বন্তর-এর সময় তুমি বাংলায় ঘুরলে তোমার কী ধরনের অভিজ্ঞতা হবে? মন্বন্তরের সময়ে মানুষকে সাহায্যের জন্য কোম্পানিকে কী কী করতে পরামর্শ দেবে তুমি?**

উত্তর **অভিজ্ঞতা**: ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ '৭৬-এর মন্বন্তর হয়েছিল। আমি কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি রূপে এই দুর্ভিক্ষের কারণ জানতে পারি। এর মূল কারণ ছিল অনাবৃষ্টি। যার ফলে বাংলায় চাষবাসের খুব ক্ষতি হয়। এর ওপরে ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর রাজস্বের চাপ এবং এর ফলে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। তাছাড়া অর্ধাহারে অনাহারে অসংখ্য মানুষ মারা যেতে থাকে। এছাড়া গুটিবসন্ত, মহামারি, কলেরায় গ্রাম-বাংলায় মৃত্যুর মিছিল চলে। উজাড় হয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম।

পরামর্শ: মন্বন্তর পীড়িত মানুষদের সাহায্য করার জন্য আমি কতকগুলি পরামর্শ দিচ্ছি। যেমন— ১. অবস্থা বুঝে রাজস্ব নির্ধারণ। ২. রোগ-মহামারির হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা। ৩. অসাধু কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের শাস্তি দান। ৪. কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের আবার চাষের জমিতে ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি।

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর — মান-১

১. নাদির শাহ ছিলেন—

(ক) আফগান (খ) পারসিক
(গ) তুরানি (ঘ) ইরানি

উত্তর (খ) পারসিক

২. মনসবদারি ব্যবস্থা চালু করেন—

(ক) আকবর (খ) শেরশাহ
(গ) জাহাঙ্গির (ঘ) ঔরঙ্গজেব

উত্তর (ক) আকবর

৩. ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার —

(ক) দেওয়ান (খ) ফৌজদার
(গ) নবাব (ঘ) জমিদার

উত্তর (ক) দেওয়ান

৪. বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে কোম্পানিকে বাংলায় নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করা হয়—

(ক) 1605 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1707 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1717 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1757 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (গ) 1717 খ্রিস্টাব্দে

৫. মুর্শিদাবাদের আগে বাংলার রাজধানী ছিল —

(ক) ঢাকা (খ) নদিয়া
(গ) লক্ষ্মণাবতী (ঘ) কলকাতা

উত্তর (ক) ঢাকা

৬. ফাররুখশিয়রের ফরমান ঘোষিত হয় —

(ক) 1717 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1617 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1707 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1609 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1717 খ্রিস্টাব্দে

৭. পানিপতের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল—

(ক) 1761 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1861 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1802 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1857 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1761 খ্রিস্টাব্দে

৮. বাংলায় মারাঠা বা বর্গি আক্রমণ ঘটে নবাব—

(ক) সুজাউদ্দিনের আমলে
(খ) আলিবর্দি খানের আমলে
(গ) সিরাজ-উদ্-দৌলার আমলে
(ঘ) মুর্শিদকুলি খানের আমলে

উত্তর (খ) আলিবর্দি খানের আমলে

৯. আসফ ঝা উপাধি পেয়েছিলেন—

(ক) আলিবর্দি খাঁ (খ) সাদাৎ খান
(গ) নিজাম উল-মুলক (ঘ) মিরজাফর

উত্তর (গ) নিজাম উল-মুলক

১০. বর্গিরা ছিল—

(ক) আফগান (খ) মুঘল
(গ) মারাঠা (ঘ) পাঠান

উত্তর (গ) মারাঠা

১১. কলকাতার 'আলিনগর' নামকরণ করেন—

(ক) সিরাজ-উদ্-দৌলা (খ) মিরকাশিম
(গ) নজম-উদ্-দৌলা (ঘ) আলিবর্দি খাঁ

উত্তর (ক) সিরাজ-উদ্-দৌলা

১২. আলিনগরের সন্ধি হয়েছিল—

(ক) 1755 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1756 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1757 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1758 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (গ) 1757 খ্রিস্টাব্দে

১৩. সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার নবাব হন—

(ক) 1756 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1757 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1761 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1767 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1756 খ্রিস্টাব্দে

১৪. জগৎ শেঠ উপাধি পেয়েছিলেন—

(ক) হরিপদ শাহ (খ) উমি চাঁদ
(গ) খোজা ওয়াজেদ (ঘ) ফতেহ চাঁদ

উত্তর (ঘ) ফতেহ চাঁদ

১৫. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন—

(ক) সিরাজ-উদ্-দৌলা (খ) মিরজাফর
(গ) মিরকাশিম (ঘ) আলিবর্দি খাঁ

উত্তর (ক) সিরাজ-উদ্-দৌলা

১৬. সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজ আধিকারিক ছিলেন—

(ক) ক্লাইভ (খ) ড্রেক
(গ) ওয়েলেসলি (ঘ) লর্ড ডালহৌসি

উত্তর (খ) ড্রেক

১৭. অন্ধকূপ হত্যার প্রচারক ছিলেন—

(ক) রজার ড্রেক (খ) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
(গ) হলওয়েল (ঘ) রবার্ট ক্লাইভ

উত্তর (গ) হলওয়েল

১৮. বাংলার প্রথম গভর্নর ছিলেন—

(ক) ভেরেলস্ট (খ) লর্ড ক্যানিং
(গ) রবার্ট ক্লাইভ (ঘ) লর্ড ডালহৌসি

উত্তর (গ) রবার্ট ক্লাইভ

১৯. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল—

(ক) 1770 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1870 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1670 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1776 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1770 খ্রিস্টাব্দে

২০. দেওয়ানি লাভের সময় বাংলার নবাব ছিলেন—

(ক) মিরকাশিম (খ) মিরজাফর
(গ) নজম-উদ্-দৌলা (ঘ) সিরাজ-উদ্-দৌলা

উত্তর (গ) নজম-উদ্-দৌলা

২১. বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল—

(ক) 1764 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1564 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1777 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1757 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1764 খ্রিস্টাব্দে

২২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা কোন্ উপন্যাসে উঠে এসেছে?

(ক) আনন্দমঠ (খ) পল্লিসমাজ
(গ) পথের দাবী (ঘ) দেবী চৌধুরানি

উত্তর (ক) আনন্দমঠ

২৩. সলবাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় —

(ক) 1782 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1802 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1832 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1784 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1782 খ্রিস্টাব্দে

২৪. বাংলায় দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে—

(ক) 1772 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1782 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1792 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1802 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1772 খ্রিস্টাব্দে

২৫. চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ হয়েছিল যে দুই পক্ষের মধ্যে তারা হল—

(ক) ইঙ্গ-মারাঠা (খ) ইঙ্গ-শিখ
(গ) ইঙ্গ-ব্রহ্ম (ঘ) ইঙ্গ-মহীশূর

উত্তর (খ) ইঙ্গ-শিখ

২৬. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন—

(ক) লর্ড ডালহৌসি (খ) লর্ড ময়রা
(গ) লর্ড বার্লো (ঘ) লর্ড ওয়েলেসলি

উত্তর (ক) লর্ড ডালহৌসি

২৭. স্বত্ববিলোপ নীতি দ্বারা লর্ড ডালহৌসি সর্বপ্রথম যে রাজ্যটি দখল করেন, সেটি হল—

(ক) হায়দরাবাদ (খ) ঝাঁসি
(গ) কর্ণাটক (ঘ) সাতারা

উত্তর (ঘ) সাতারা

২৮. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক ছিলেন—

(ক) লর্ড কর্নওয়ালিশ (খ) লর্ড হেস্টিংস
(গ) লর্ড ওয়েলেসলি (ঘ) লর্ড ডালহৌসি

উত্তর (গ) লর্ড ওয়েলেসলি

২৯. স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—

(ক) সাদাৎ খান (খ) সফদর জং
(গ) সুজা-উদ্‌দৌলা (ঘ) সিরাজ-উদ্‌দৌলা

উত্তর (ক) সাদাৎ খান

৩০. লাহোরের চুক্তি হয়েছিল—

(ক) 1846 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1845 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1847 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1848 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1846 খ্রিস্টাব্দে

৩১. 'জাহাঙ্গির নগর' বলতে কোন্ শহরকে বোঝানো হয়েছে?

(ক) কাশেমবাজার (খ) কলকাতা
(গ) ঢাকা (ঘ) সপ্তগ্রাম

উত্তর (গ) ঢাকা

৩২. শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত করে—

(ক) রঞ্জিৎ সিংহকে (খ) টিপু সুলতানকে
(গ) হায়দার আলিকে (ঘ) সাদাৎ খানকে

উত্তর (খ) টিপু সুলতানকে

৩৩. বেসিনের সন্ধি সম্পাদিত হয় —

(ক) 1802 খ্রিস্টাব্দে (খ) 1812 খ্রিস্টাব্দে
(গ) 1832 খ্রিস্টাব্দে (ঘ) 1822 খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (ক) 1802 খ্রিস্টাব্দে

শূন্যস্থান পূরণ করো মান-১

১. আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন ________।

উত্তর আফগান

২. মুর্শিদকুলি খান ________ নামে পরিচিত ছিলেন।

উত্তর জাফর খান

৩. ঔরঙ্গজেবের সময় ________ আক্রমণ মুঘল শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করেছিল।

উত্তর শিবাজির

৪. ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দেওয়ান করে পাঠিয়েছিলেন ________ করতে।

উত্তর রাজস্ব ঠিকমতো আদায়

৫. খোজা ওয়াজিদ ছিলেন একজন ________।

উত্তর আর্মেনিয়ান বণিক

৬. বাংলা থেকে দিল্লিতে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়ে যায় ________-এর আমল থেকে।

উত্তর মুর্শিদকুলি খান

৭. বাংলার নবাবদের মধ্যে সর্বপ্রথম ________-এর সময়ে কোম্পানির সংঘাত বাধে।

উত্তর আলিবর্দি খান

৮. মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে ________ -এর মৃত্যুর পর।

উত্তর ঔরঙ্গজেব

৯. 1754 খ্রিস্টাব্দে সফদর জং মারা যাবার পর তাঁর ছেলে ________ অযোধ্যার শাসক হন।

উত্তর সুজা-উদ্-দৌলা

১০. সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় ________ আধিকারিক ছিলেন।

উত্তর রজার ড্রেক

১১. ভারতে ফরাসিদের প্রধান ঘাঁটি ছিল ________।

উত্তর পণ্ডীচেরি

১২. সিরাজ 1756 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আক্রমণ করলে ইংরেজরা পালিয়ে যায় ________।

উত্তর কলকাতার দক্ষিণে ফলতায়

১৩. হায়দরাবাদের ________ প্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি স্বীকার করেছিলেন।

উত্তর নিজাম

১৪. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানি অর্পণ করেছিলেন ________।

উত্তর দ্বিতীয় শাহ আলম

১৫. কোম্পানি বছরে ________ লক্ষ টাকার বিনিময়ে দেওয়ানি লাভ করে।

উত্তর 26

১৬. পেশোয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করেন ________।

উত্তর রঘুনাথ রাও

১৭. তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর ________ পদ বিলুপ্ত করা হয়।

উত্তর পেশোয়া

১৮. অপশাসনের অভিযোগে কোম্পানি ________ গ্রাস করে।

উত্তর অযোধ্যা

১৯. টিপু সুলতানের রাজধানী ছিল ________।

উত্তর শ্রীরঙ্গপত্তনম

বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো: প্রশ্নমান-১

১. বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা, বঙ্গ।

উত্তর বঙ্গ

ব্যাখ্যা বঙ্গ একটি প্রদেশ, বাকিগুলি শহর।

২. বেন্টিঙ্ক, হায়দার আলি, ডালহৌসি, কর্নওয়ালিশ।

উত্তর হায়দার আলি

ব্যাখ্যা হায়দার আলি আঞ্চলিক শাসনকর্তা, বাকিরা ব্রিটিশ কোম্পানির গভর্নর জেনারেল।

৩. পলাশি, বক্সার, পেশোয়া, বন্দিবাস।

উত্তর পেশোয়া

ব্যাখ্যা পেশোয়া একটি পদের নাম, বাকিগুলি যুদ্ধ।

৪. পলাশি, ফরমান, শুল্ক, বাণিজ্য।

উত্তর পলাশি

ব্যাখ্যা পলাশি ছিল একটি যুদ্ধ, বাকিগুলি অর্থনীতি সংক্রান্ত।

৫. 1176 বঙ্গাব্দ, 1740 খ্রিস্টাব্দ, 1757 খ্রিস্টাব্দ, 1769 খ্রিস্টাব্দ।

উত্তর 1176 বঙ্গাব্দ

ব্যাখ্যা এর মধ্যে প্রথমটি বাংলা সাল, আর অন্যগুলি ইংরেজি সাল।

৬. জায়গিরদার, নাজিম, মনসবদার, জমিদার।

উত্তর নাজিম

ব্যাখ্যা নাজিম একমাত্র নবাবের কর্মচারী, বাকি সবাই জমির মালিক।

'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও: প্রশ্নমান-১

'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ	
১	ফরাসি সেনানায়ক	ক	মুর্শিদাবাদ
২	বাংলার নবাবের টাঁকশাল	খ	জোসেফ দুপ্লে
৩	চিন কুলিচ খান	গ	চন্দননগর
৪	ফরাসি কোম্পানির কুঠি	ঘ	হায়দরাবাদ

উত্তর ১→খ, ২→ক, ৩→ঘ, ৪→গ

'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ	
১	কৃষিব্যবস্থা	ক	দ্বিতীয় বাজিরাও
২	আঞ্চলিক শক্তি	খ	মুর্শিদকুলি খান
৩	বাংলার দেওয়ান	গ	কৃষক বিদ্রোহ
৪	শেষ পেশোয়া	ঘ	হায়দরাবাদ

উত্তর ১→গ, ২→ঘ, ৩→খ, ৪→ক

বিবৃতির সঙ্গে ব্যাখ্যা মেলাও: প্রশ্নমান-১

১. বিবৃতি— সম্রাট ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দেওয়ান রূপে প্রেরণ করেন।

ব্যাখ্যা-১ সুবা বাংলার প্রশাসন ঠিকমতো পরিচালনার জন্য।

ব্যাখ্যা-২ সুবা বাংলার ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ও ঠিকমতো পরিচালনার জন্য।

ব্যাখ্যা-৩ সুবা বাংলার রাজস্ব ঠিকমতো আদায়ের জন্য।

উত্তর ব্যাখ্যা-৩ সুবা বাংলার রাজস্ব ঠিকমতো আদায়ের জন্য।

২. বিবৃতি— বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভের ফলে 'বণিকের মানদণ্ড' ক্রমে 'রাজদণ্ডে' পরিণত হয়।

ব্যাখ্যা-১ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করেছিল।

ব্যাখ্যা-২ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করেছিল।

ব্যাখ্যা-৩ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি শুধু অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উত্তর ব্যাখ্যা-৩ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি শুধু অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

একটি বাক্যে উত্তর দাও: মান-১

১. **'সুবা' কী?**
উত্তর মুঘল আমলে এক একটি প্রদেশকে বলা হত সুবা।

২. **কে ছিলেন ঔরঙ্গজেবের মুনশি?**
উত্তর ইনায়েতউল্লা।

৩. **কবে বাংলায় স্বাধীন নবাবি আমলের সূচনা হয়?**
উত্তর 1717 খ্রিস্টাব্দে।

৪. **মুর্শিদকুলি খান যখন বাংলার নবাব হন তখন দিল্লির মুঘল বাদশাহ কে ছিলেন?**
উত্তর ফাররুখশিয়র।

৫. **'বণিক রাজা' কাদের বলা হত?**
উত্তর অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাবশালী বণিকদের বণিক রাজা বলা হত।

৬. **কী উদ্দেশ্যে মারাঠা খাল খনন করা হয়?**
উত্তর মারাঠা বর্গিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

৭. **বর্গি কারা?**
উত্তর 1742-1751 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠতরাজ ও আক্রমণকারী মারাঠা দস্যুদের বলা হত বর্গি।

৮. **বর্গি আক্রমণ কাকে বলে?**
উত্তর আলিবর্দির আমলে একদল মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য বাংলাতে এসে যে উপদ্রব শুরু করে, তাকে বর্গি আক্রমণ বলে।

৯. **'অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড'-র মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?**
উত্তর সিরাজের চরিত্র হনন করা।

১০. **সিরাজের কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মিরজাফর কোম্পানিকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন?**
উত্তর 1 কোটি 77 লক্ষ টাকা।

১১. **রবার্ট ক্লাইভ কবে ইংল্যান্ডে ফিরে যান?**
উত্তর 1760 খ্রিস্টাব্দে।

১২. **জগৎ শেঠদের মূল ব্যাবসা কী ছিল?**
উত্তর মহাজনি ব্যাবসা।

১৩. **ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কোন্ কোন্ বিদেশি শক্তি মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে?**
উত্তর ইংরেজ ও ফরাসিরা।

১৪. **কোন্ গ্রন্থ থেকে বাংলায় বর্গি হানার কথা জানা যায়?**
উত্তর গঙ্গারামের লেখা 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' থেকে।

১৫. **বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের বদলে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন কোন্ নবাব?**
উত্তর নবাব মিরকাশিম।

১৬. **বর্গি আক্রমণের হাত থেকে কলকাতাকে রক্ষা করার জন্য কলকাতাকে ঘিরে একটি খাল কাটার প্রস্তাব কারা দিয়েছিল?**
উত্তর কলকাতার বণিকরা।

১৭. **কত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ফাররুকশিয়রের কাছ থেকে ফরমান লাভ করেছিল?**
উত্তর মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে।

১৮. **ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব কী?**
উত্তর ইংরেজ বাণিজ্যের প্রসার।

১৯. **আলিবর্দি কত খ্রিস্টাব্দে মারাঠা আক্রমণের সময় ব্রিটিশ কোম্পানির কাছে 30 লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন?**
উত্তর 1744 খ্রিস্টাব্দে।

২০. **কোন্ ঘটনা আলিবর্দির সঙ্গে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সংঘর্ষের সূচনা করে?**
উত্তর 1748 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি আর্মেনীয় জাহাজগুলিকে আটকে রাখার ফলে আলিবর্দির সঙ্গে কোম্পানির বিরোধ বাধে।

২১. **'পেশোয়া' শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর মারাঠি ভাষায় 'পেশোয়া' শব্দের অর্থ হল প্রধানমন্ত্রী।

২২. **কোন্ সন্ধির মাধ্যমে মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নেন?**
উত্তর 1802 খ্রিস্টাব্দের বেসিনের সন্ধির মাধ্যমে।

২৩. **মারাঠা শক্তির কবে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে?**
উত্তর 1818 খ্রিস্টাব্দে।

২৪. **'কর্ণাটক যুদ্ধ' কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল?**
উত্তর ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে।

২৫. **তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় কে গভর্নর জেনারেল ছিলেন?**
উত্তর লর্ড ময়রা বা ওয়ারেন হেস্টিংস।

২৬. **'দশসালা বন্দোবস্ত' কবে, কোথায় চালু হয়?**
উত্তর 1789-90 খ্রিস্টাব্দে, বাংলা-বিহার-ওড়িশায়।

২৭. **লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কোন্ শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন?**
উত্তর মারাঠা শক্তিকে।

২৮. **অমৃতসরের চুক্তি কবে হয়েছিল?**
উত্তর 1809 খ্রিস্টাব্দে।

২৯. **পাঞ্জাব কবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল?**
উত্তর 1849 খ্রিস্টাব্দে।

৩০. স্বত্ববিলোপ নীতি দ্বারা প্রথম কোন্ রাজ্য অধিগৃহীত হয়েছিল?

উত্তর সাতারা (1848 খ্রিস্টাব্দে)।

৩১. ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব কত বছর ধরে চলেছিল?

উত্তর 20 বছর (1744-1763খ্রি.)।

৩২. কোম্পানির সঙ্গে মহীশূরের ক-টি যুদ্ধ হয়?

উত্তর চারটি।

৩৩. কোন্ দেশীয় রাজা ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির বিরোধিতা করে চরম মূল্য দিয়েছিলেন?

উত্তর মহীশূরের টিপু সুলতান।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: মান-২

১. ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায়?

উত্তর মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জায়গিরদারি ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়। ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারটি দুর্নীতি গ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে কৃষি ব্যবস্থায় চাপ পড়ে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানা কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে।

২. মুঘল শাসনকালের শেষলগ্নে কীভাবে আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ঘটে?

উত্তর মুঘল শাসনকালের শেষপর্বে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা আঞ্চলিক ও প্রায় স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নিজাম-উল-মুলক প্রতিষ্ঠিত হায়দরাবাদ, সাদাত খান প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা এবং মুর্শিদকুলি খানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাংলা। এই রাজ্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে মুঘল আনুগত্য মেনে নিলেও, এগুলি মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল।

৩. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

উত্তর মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একাধিক কারণ ছিল। যেমন:

- ক সামরিক শক্তির ওপর নিভর্শীলতা
- খ স্বৈরতন্ত্রের ত্রুটি
- গ সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার আইনের অভাব
- ঘ অভিজাত শ্রেণির নৈতিক অবনতি ও পারস্পরিক স্বার্থ সংঘাত
- ঙ কৃষক অসন্তোষ
- চ অর্থনৈতিক বিপর্যয়
- ছ সামরিক ত্রুটি
- জ বৈদেশিক আক্রমণ
- ঝ নৌশক্তির অভাব
- ঞ সাম্রাজ্যের বিশালতা
- ট ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা প্রভৃতি

৪. আলিবর্দি খান কীভাবে ইউরোপীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন?

উত্তর আলিবর্দির শাসনকালে বাংলার শান্তি-শৃঙ্খলা মোটামুটি বজায় ছিল এবং স্বভাবত ব্যাবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল কারণ এ কথা তিনি উপলব্ধি করেন যে, দেশি বা বিদেশি যাই হোক না কেন, ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া রাজ্যের আর্থিক উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারে যথেষ্ট দৃষ্টি দেন এবং বণিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তবে দেশি-বিদেশি সমস্ত বণিকদেরই তিনি সরকারি আইন মেনে চলতে নির্দেশ দেন। তিনি বিদেশি বণিকদের দুর্গ নির্মাণে বাধা দেন। তিনি নিজের সার্বভৌমত্ব কখনও ত্যাগ করেননি। তিনি বণিকদের সর্বদাই নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

৫. 'স্বত্ববিলোপ নীতি'-র গুরুত্ব কী।

উত্তর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ নীতিতে বলা হয়, কোম্পানি সৃষ্ট বা কোম্পানি আশ্রিত কোনো রাজ্যের রাজা যদি অপুত্রক অবস্থায় মারা যান, তাহলে ওই রাজ্য কোম্পানির সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। দত্তক পুত্রের অধিকার স্বীকৃত হবে না। 1848 খ্রিস্টাব্দে সাতারা রাজ্য এই নীতির দ্বারা সর্বপ্রথম অধিকৃত হয়। পরবর্তীকালে ঝাঁসি, নাগপুর, ভগত, উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্য এই নীতির দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। ডালহৌসির এই নীতি ভারতীয়দের মধ্যে যে ভীতি সৃষ্টি করেছিল তা মহাবিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণকে ত্বরান্বিত করে।

৬. আঠারো শতকে মুঘলদের সামরিক দুর্বলতার পরিণাম কী হয়েছিল?

উত্তর আঠারো শতকে মুঘল সম্রাটরা বিশেষ কিছু সামরিক সংস্কার প্রবর্তন করেননি। ফলে সাম্রাজ্যের ভিতরের বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারেননি। উদাহরণ হিসেবে শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা আক্রমণ, 1739 খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহের আক্রমণ ও 1761 খ্রিস্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণের কথা বলা যেতে পারে।

৭. 'জগৎ শেঠ' কারা?

উত্তর নানা উপাদানের নিরিখে দেখা যায় যে সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভাগ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী হীরাপদ শাহ রাজস্থান থেকে পাটনায় এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বড়ো ছেলে মানিকচাঁদ ঢাকায় মহাজনি কারবার সূত্রে মুর্শিদকুলি খানের সুনজরে আসায় তাঁদের মহাজনি কারবার তথা হুন্ডি কারবার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে মানিকচাঁদের ভাগ্নে ফতেহ চাঁদ তাঁদের তেজারতি কারবারের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। দিল্লির দরবারে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পেলে মুঘল সম্রাট তাঁকে জগৎ শেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন, যার অর্থ জগতের শেঠ এবং তা পারিবারিক উপাধিতে পরিণত হয়।

৮. মুর্শিদকুলি খানের আমলে বাংলায় ব্যাবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী?

উত্তর মুর্শিদকুলি খানের আমলে বাংলায় ব্যাবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার নানা কারণ ছিল। যেমন:

- ক নবাব হিসেবে মুর্শিদকুলি খানের সর্বজনস্বীকৃতি।
- খ সে সময়ে বাংলায় ব্যাবসার পক্ষে অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি।
- গ স্থল ও সমুদ্রপথে নানা দ্রব্যাদি সুবা বাংলা থেকে বিভিন্ন স্থানে রফতানির সুবিধা।
- ঘ হিন্দু, মুসলমান ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান।

৯. দস্তক কাকে বলে?

উত্তর 'দস্তক' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অনুমতি বা ছাড়পত্র। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বাণিজ্য শুল্কের বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানিকে সুবা বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকারের দস্তক দেওয়া হয়, কিন্তু কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দস্তকের অপব্যবহার করে বাংলার নবাবের রাজস্ব ফাঁকি দিত। প্রতিবাদে 1713 খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলি খান দস্তক প্রথা বাতিল করে দেন। অবশেষে 1717 খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়র দস্তক প্রথা অক্ষুণ্ণ রেখে ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে ফরমান জারি করেন, যা ফাররুখশিয়রের ফরমান নামে পরিচিত।

১০. ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব কী?

উত্তর 1717 খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ ফাররুখশিয়র কর্তৃক ইংরেজ কোম্পানিকে ফরমান প্রদানের ঘটনা ছিল ভারত তথা বাংলার আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এই ফরমানের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা অর্জন করে ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় দেশীয় বণিক ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির তুলনায় অনেকটা এগিয়ে যায়, যা ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তোলে।

১১. ইঙ্গ-সিরাজ দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ কী?

উত্তর প্রধানত তিনটি কারণে ইঙ্গ-সিরাজ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। যথা—

- ক নবাবি আমলের চিরাচরিত প্রচলিত আইনকানুনের বিরোধিতা করে ইংরেজ কর্তৃক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ ও পরিখা খনন।
- খ বাংলায় নিঃশুল্ক ও অবাধ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কোম্পানির 'দস্তক' লাভের অপব্যবহার এবং তার ফলস্বরূপ নবাবি শুল্ক আদায়ের পরিমাণের হ্রাস প্রাপ্তি।
- গ নবাবের শাসনকার্যের বিরুদ্ধাচরণকারী বাদশাহী কর্মীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দান। যথাসময়ে সিরাজকে উপঢৌকন প্রেরণ না করা।

১২. আলিনগরের সন্ধির ফলে কী হয়েছিল?

উত্তর আলিনগরের সন্ধির ফলে, সিরাজ ইংরেজদের পূর্ব বাণিজ্যিক অধিকার ফিরিয়ে দেন। যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতির দরুন তিনি আর্থিক ক্ষতি পূরণের অনুমতি দেন এবং কোম্পানির নিজস্ব টাঁকশালে মুদ্রা নির্মাণের অধিকার অনুমোদিত হয়। এর ফলে ইংরেজরা আগে যে জায়গায় ছিল, সেই জায়গাতেই আবার ফিরে আসে।

১৩. রেসিডেন্স ব্যবস্থা কী?

উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের যেসব অঞ্চলে কোম্পানির পরোক্ষ শাসন ছিল সেখানে কোম্পানি রাজদরবারগুলিতে একজন করে প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট নিয়োগ করত। উদ্দেশ্য, কোম্পানির ব্যাবসায়িক স্বার্থ বজায় রাখা। তা ছাড়া, আঞ্চলিক পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখাও তাদের কাজ ছিল। এর দ্বারা কোম্পানি দেশীয় প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে।

১৪. 'অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড' বলতে কী বোঝো?

উত্তর ইংরেজদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা 1756 খ্রিস্টাব্দের 20 জুন কলকাতা আক্রমণ করেন এবং 146 জন ইংরেজকে বন্দি করে আলোবাতাসহীন একটি ছোট্ট ঘরে

রাখেন। এর ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে 123 জন ইংরেজ মারা যায়। হলওয়েল বর্ণিত এই ঘটনা 'অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১৫. 'পলাশির লুণ্ঠন' কাকে বলে?

উত্তর পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর বাংলার অফুরন্ত ধনসম্পদ ইংরেজদের হাতের মুঠোয় চলে আসে। এক নবাবকে সরিয়ে আরেক নবাবকে বাংলার সিংহাসনে বসানো এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়।

- ক বাংলায় ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে থাকে এবং বাংলার ব্যাবসা-বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।
- খ মসনদে বসানোর প্রতিদান হিসেবে বাংলার নবাব মিরজাফরকে প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন দিতে বাধ্য করে।
- গ এ ছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা যে-কোনো ছলছুতোয় বাংলার নবাব, জমিদার এবং অবস্থাপন্ন লোকেদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে থাকে, শোষণ করতে থাকে।

পলাশির যুদ্ধের পরবর্তীকালে বাংলা থেকে এই লজ্জাজনক ও ঘৃণ্য শোষণ ও লুণ্ঠনের ঘটনাই 'পলাশির লুণ্ঠন' নামে পরিচিত।

১৬. পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য কী ছিল?

উত্তর পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে—

- ক বক্সারের যুদ্ধ পলাশির যুদ্ধের মতো একটি প্রহসনমাত্র ছিল না, এখানে সম্মুখ যুদ্ধে ইংরেজরা ভারতীয় শক্তি জোটকে পরাজিত করে।
- খ পলাশির যুদ্ধে একমাত্র বাংলার নবাবের পরাজয় ঘটেছিল, কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব ও মুঘল সম্রাটের যৌথ বাহিনী পরাস্ত হয়। সুতরাং বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানির হস্তগত হয়।
- গ বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ ভারতীয়দের তুলনায় ইংরেজদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল।

১৭. অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় 'দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা' বলতে কী বোঝো?

উত্তর দেওয়ানি লাভের পর ক্লাইভ বাংলায় কুখ্যাত 'দ্বৈত শাসন' প্রবর্তন করেন। এর ফলে কোম্পানি পরিণত হয় 'দেওয়ান'-এ এবং নবাব পরিণত হন নাজিম বা কার্যনির্বাহী শাসকে। ক্লাইভ দেশের প্রকৃত শাসনভার গ্রহণ না করে রাজস্ব পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন এবং তা আদায়ের দায়িত্ব দেন রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নামে দুজন সহকারী দেওয়ানের ওপর। এর ফলে কোম্পানি পায় দায়িত্বহীন ক্ষমতা এবং নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। অর্থাৎ যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে নবাব উপাধিধারী বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন।

১৮. 'বর্গি' বলতে কাদের বোঝায়?

উত্তর 1742 থেকে 1751 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা-ওড়িশায় মারাঠা সেনাদের লুঠতরাজের ঘটনা বর্গি আক্রমণ নামে পরিচিত। এই সময় ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা সেনারা অর্থের লোভে ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লুঠতরাজে শামিল হয়। এদের আক্রমণ ও লুঠতরাজ কেমন ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা উঠে আসে— "ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গি এল দেশে'— এই অতি পরিচিত ছড়াটিতে। বর্গিরা মূলত শিবাজির সৈন্যবাহিনীর অংশ ছিল।

১৯. 'পেশোয়া তন্ত্র' কাকে বলে?

উত্তর মারাঠা শাসন কাঠামোয় প্রধানমন্ত্রীকে 'পেশোয়া' বলা হত। এই 'পেশোয়া' পদ শিবাজির বংশধর শাহুর রাজত্বকাল থেকে বংশানুক্রমিক বলে স্বীকৃত হয়। শাহুর রাজত্বকালে পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথই ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত সর্বেসর্বা। পেশোয়াদের এই সর্বময় কর্তৃত্ব সেই সময় থেকে 'পেশোয়াতন্ত্র' নামে পরিচিত।

২০. অযোধ্যা কীভাবে একটি অঞ্চলের স্বশাসিত শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে?

উত্তর অযোধ্যা ছিল আকবর সৃষ্ট পনেরোটি সুবার একটি। কিন্তু 1724 খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদাত খান মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে প্রকৃত স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। 1740 খ্রিস্টাব্দে সাদাত খান মারা গেলে অযোধ্যায় স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা শুরু হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: মান-৩

১. টীকা লেখো: অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

উত্তর দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তিত যে নীতি অনুসারে কোনো দেশীয় রাজ্যের নিজের খরচে তাদের রাজ্যে একজন ইংরেজ

প্রতিনিধি ও একদল ইংরেজ সৈন্য রাখার অঙ্গীকারের বিনিময়ে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট রাজ্যটির নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়, সেই নীতি 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' নামে পরিচিত।

ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন হায়দরাবাদের নিজাম। এরপর অযোধ্যা, তাঞ্জোর, সুরাট, পুনা প্রভৃতি রাজ্যগুলি এই নীতিতে আবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

২. **ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের গুরুত্ব আলোচনা করো।**

উত্তর 1765 খ্রিস্টাব্দের 12 আগস্ট মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক 26 লক্ষ টাকা করের বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। দেওয়ানি লাভের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ—

- ক দেওয়ানি লাভের মধ্যে দিয়েই ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃত অর্থে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বাংলা-বিহার-ওড়িশায় কোম্পানির ক্ষমতা আইনগত ও বৈধ মর্যাদা লাভ করে।
- খ দেওয়ানি লাভের ফলে নবাবের পদ বাহ্যিকভাবে রাখা হলেও কোম্পানিই বাংলার প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়।
- গ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক থেকেও কোম্পানির কাছে দেওয়ানি লাভ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ এতদিন পর্যন্ত বাংলায় চলছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য। কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে বাংলায় শুরু হয় ইংরেজদের ইচ্ছেমতো রাজস্ব আদায় ও অবাধ শোষণ। প্রকৃতপক্ষে—(i) কোম্পানি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়, (ii) কোম্পানির সার্বভৌমত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং (iii) পরবর্তীকালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বভারতীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

৩. **আলিনগরের সন্ধির শর্তগুলি কী ছিল?**

উত্তর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি সিরাজ-উদ্-দৌলা ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। আলিনগরের সন্ধির শর্তগুলি ছিল—

- ক নবাব ইংরেজদের বাণিজ্যের সুযোগসুবিধা প্রদান করবেন।
- খ নবাব যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হবেন।
- গ কোম্পানিকে কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি দেওয়া হবে।
- ঘ কোম্পানিকে নিজেদের মুদ্রা চালু করার অনুমতি প্রদান করা হবে।

এই সন্ধি নবাবের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক ছিল। কারণ সিরাজ এতদিন ধরে ইংরেজদের যেসকল অন্যায় দাবিগুলির প্রতিবাদ করেছিলেন, আলিনগরের সন্ধি তাঁকে সেই দাবিগুলিই পূরণ করতে বাধ্য করে।

৪. **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' কারণগুলি আলোচনা করো।**

উত্তর 1770 খ্রিস্টাব্দ বা 1176 বঙ্গাব্দে বাংলার বুকে যে চরম দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- ক বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর কোম্পানির কর্মচারীদের, বিশেষ করে কোম্পানির কর্মচারী রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের নিদারুণ শোষণ ও অত্যাচারে বাংলার কৃষককুল কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে।
- খ বিগত দুই বছর ধরে অনাবৃষ্টির ফলে চাষবাস প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।
- গ সঞ্চিত খাদ্যশস্য কোম্পানি জোর করে সেনাদের জন্য ক্রয় করায় খাদ্যাভাব চরমে ওঠে।
- ঘ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো দক্ষ ব্যক্তিত্ব বা উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে শেষপর্যন্ত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সংগঠিত হয়।

৫. **বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব কী?**

উত্তর বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের ফলে মিরকাশিম-সুজা-উদ্-দৌলা-শাহ আলম জোট ভেঙে যায়। সুজা-উদ্-দৌলা রোহিলখণ্ডে পালিয়ে যান এবং ইংরেজ বাহিনী অযোধ্যা বিধ্বস্ত করে। দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজদের বশবর্তী হয়ে পড়েন।

মিরকাশিমও দীর্ঘ পলাতক জীবনের পর 1777 খ্রিস্টাব্দে মারা যান। বক্সারের যুদ্ধ পলাশির যুদ্ধের চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুদ্ধে মুঘল সম্রাট, অযোধ্যার সম্রাট ও বাংলার নবাব একত্রে পরাজিত হন। ফলে ইংরেজদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 1765 খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করলে এরপর ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়। শাসন ব্যবস্থায় পাকাপাকিভাবে কোম্পানি অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

৬. **বন্দিবাসের যুদ্ধের তাৎপর্য কী?**

উত্তর বন্দিবাসের যুদ্ধের তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

- ক এই যুদ্ধে ফরাসি শক্তি ইংরেজ শক্তির কাছে পরাস্ত হয়।
- খ এর ফলে ভারতে ফরাসিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধ্বংস হয় এবং তারা কেবলমাত্র বাণিজ্যিক শক্তিরূপে ভারতে অবস্থান করে।
- গ পরাস্ত ফরাসি শক্তি ইন্দোচিনে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তোলে।
- ঘ ভারতে ইংরেজ কোম্পানির প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

৭. **1818 খ্রিস্টাব্দকে কেন ভারতের ইতিহাসে 'জলবিভাজিকা' বলা হয়?**

উত্তর 1818 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মারাঠা-সহ ভারতের প্রধান প্রধান দেশীয় শক্তিগুলি কোম্পানি বাহিনীর হাতে হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, নয় কোম্পানির মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়। ফলে 1818 খ্রিস্টাব্দের পরে কোম্পানি হয়ে ওঠে ভারতের প্রধান সার্বভৌম শক্তি। এই সময়ের পর কোম্পানি রাজ্যজয়ের পাশাপাশি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়। এইভাবে একটি বৈদেশিক বাণিজ্যিক কোম্পানি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তথা ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সেকারণেই 1818 খ্রিস্টাব্দকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে 'জলবিভাজিকা' বলা হয়।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর: মান-৫

১. **সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কারণগুলি আলোচনা করো।**

উত্তর আলিবর্দি খানের পরে বাংলার নবাব হন তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা। আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মসনদে বসার পর থেকেই সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের নানা কারণে বিরোধের সৃষ্টি হয়। যেমন—

- ক **সিরাজের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ**: সিরাজ ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের অভিযোগ আনেন। রাজবল্লভ তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকে সময়মতো ধনদৌলত-সহ কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলে সিরাজ কলকাতার গভর্নর ড্রেককে নির্দেশ দেন তাঁর পলাতক কর্মচারী কৃষ্ণদাসকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ড্রেক এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করায় সিরাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।
- খ **ইংরেজ কোম্পানির স্বেচ্ছাচারিতা**: এই সময় দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজ ও ফরাসিরা যথাক্রমে কলকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সিরাজ তাঁর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ইংরেজ ও ফরাসিদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধ রাখার আদেশ দেন। ফরাসিরা তা মেনে নেয়, কিন্তু ইংরেজরা তা অগ্রাহ্য করে।
- গ **নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অপব্যবহার**: ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় বিনাশুল্কে যে বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেছিল তা কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যবহার করতে দিলে তারা অপব্যবহার শুরু করে। এর ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা ও নবাব অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সিরাজ কোম্পানির কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দাবি করেন যে, কোম্পানি ভবিষ্যতে দস্তকের অপব্যবহার করবে না। কিন্তু কোম্পানি এই প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ হলে সিরাজ ইংরেজদের প্রতি আরও রুষ্ট হন।

- **প্রতিক্রিয়া**: এই অবস্থায় ইংরেজদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গসহ কলকাতা দখল করে নেন (20 জুন, 1756 খ্রিস্টাব্দে) এবং ভূতপূর্ব নবাব আলিবর্দি খানের নাম অনুসারে এ শহরের নতুন নাম রাখেন আলিনগর।

২. **পলাশির যুদ্ধের তিনটি মুখ্য কারণ ও ফলাফলসহ আলোচনা করো।**

উত্তর **পলাশির যুদ্ধের কারণ**: ভারতের যেসমস্ত যুদ্ধ রাজনৈতিক পালা বদলে সাহায্য করেছিল, তাদের

মধ্যে অন্যতম 1757 খ্রিস্টাব্দের পলাশির যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা পরাজিত হন ও ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করে এবং বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানির অনুপ্রবেশের সূচনা ঘটে। কিন্তু কী কারণে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হল তার কারণ অনুসন্ধানকালে ঐতিহাসিকেরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন—

- ক **রাজনৈতিক কারণ:** সিরাজ নবাব হওয়ার পর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বিদেশি বণিকদের সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে উপঢৌকন পাঠালেও ইংরেজরা ছিল এর একমাত্র ব্যতিক্রম। এদিকে ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ধনদৌলত-সহ কলকাতায় পলাতক হয়ে ইংরেজদের আশ্রয় লাভ করে এবং সিরাজ অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে অর্পণের জন্য নির্দেশ দিলেও ইংরেজরা তা অগ্রাহ্য করে।
- খ **অর্থনৈতিক কারণ:** নবাবের ক্ষোভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, কোম্পানির কর্মচারীগণ সিরাজের নির্দেশ অমান্য করে বিনা শুল্কে ব্যাবসা করার জন্য প্রাপ্ত ছাড়পত্র (দস্তক)-এর অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে মুনাফা করত।
- গ **সামরিক কারণ:** কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের কাজ বন্ধ রাখার জন্য সিরাজের নির্দেশ সত্ত্বেও ইংরেজরা এই দুর্গের সংস্কারের কাজ শুরু করেছিল। বারংবার তাঁর প্রতি ইংরেজদের উপেক্ষা প্রদর্শন ও তাঁর আদেশ অমান্য করায় ক্ষুব্ধ সিরাজ প্রথমে কাশিমবাজার কুঠি দখল করে নেন (4 জুন, 1746) এবং পরে কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। ইংরেজদের বিপর্যয়ের সংবাদ শুনে মাদ্রাজ থেকে নৌ সেনাপতি ওয়াটসন এবং কোম্পানির একজন অধস্তন কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভ একটি নৌবহর নিয়ে কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন এবং সিরাজ অপমানজনক শর্তে 'আলিনগরের সন্ধি' স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।

- **পলাশির যুদ্ধের ফলাফল:** হতাহতের সংখ্যা ও যুদ্ধের ব্যাপকতার দিক থেকে 'সামান্য একটি খণ্ডযুদ্ধ' হলেও পলাশির যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ ভারতের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধের মতো আর কোনো যুদ্ধের ফলাফল এত প্রত্যক্ষ, এত বিশাল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
  - ক পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের ফলে বাংলা থেকে ফরাসিরা বিতাড়িত হয় এবং তাদের মনোবল ভেঙে যাওয়ায় তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধে ফরাসিদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।
  - খ পলাশির যুদ্ধের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন যে, বাংলায় ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

৩. **লর্ড ডালহৌসির অধীনে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের বর্ণনা দাও।**

উত্তর সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য ডালহৌসি মূলত চারটি পথ বেছে নেন, যথা—

- ক যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার।
- খ স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে দেশীয় রাজ্য দখল।
- গ কুশাসনের অজুহাতে রাজ্য গ্রাস।
- ঘ দেশীয় রাজাদের ভাতা ও উপাধি অস্বীকারের মাধ্যমে রাজ্য গ্রাস।

(ক) **যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার:** প্রত্যক্ষ যুদ্ধনীতির মাধ্যমে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সাম্রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ডালহৌসির আমলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুদ্ধগুলির মাধ্যমে লর্ড ডালহৌসি গোটা পাঞ্জাব এবং ব্রহ্মদেশের একাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(খ) **স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে দেশীয় রাজ্য দখল:** স্বত্ববিলোপ নীতির মূল কথা ছিল এই যে, ইংরেজদের আশ্রিত কোনো দেশীয় রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হবে এবং দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার স্বীকার করা হবে না। স্বত্ববিলোপ নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করে ডালহৌসি প্রথমেই ব্রিটিশ প্রভাবাধীন সাতারা দখল করেন (1848 খ্রিস্টাব্দে)। এরপর নাগপুর, ঝাঁসি, ভগৎপুর, সম্বলপুর, করৌলি, উদয়পুর, জৈৎপুর, বাগৎ প্রভৃতি রাজ্যগুলি একই কারণে গ্রাস করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদয়পুর কোম্পানির সৃষ্ট দেশীয় রাজ্য ছিল না।

(গ) **কুশাসনের অজুহাতে রাজ্য গ্রাস:** ডালহৌসির শাসনকালে কুশাসনের অজুহাতে এক ঘোষণাপত্র

জারি করে অযোধ্যা রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে একইভাবে হায়দরাবাদ রাজ্যের বেরার প্রদেশটি কেড়ে নেওয়া হয়।

(ঘ) **দেশীয় রাজাদের ভাতা ও উপাধি অস্বীকারের মাধ্যমে রাজ্য গ্রাস:** দেশীয় রাজাদের ভাতা ও উপাধি অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে লর্ড ডালহৌসি পররাজ্য দখল করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নীতি ছিল, দেশীয় রাজা হিসেবে ভাতা বা উপাধি ব্যক্তিগতভাবে উপভোগ করা গেলেও বংশ-পরম্পরায় তা ভোগ করা চলবে না। এই নীতির মাধ্যমে ডালহৌসি নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করেন, কর্ণাটকের নবাবের পদমর্যাদা কেড়ে নেন এবং পরবর্তীকালে তাঞ্জোরের রাজার মৃত্যুর পর তাঞ্জোর দখল করেন।

☛ **ফলাফল:** লর্ড ডালহৌসির এইসব উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে ভারতের দেশীয় রাজা ও প্রজাদের মনে দারুণ অসন্তোষ দানা বাঁধে। যার ফলে 1856 খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করার কিছুদিন পরেই (1857 খ্রিস্টাব্দে) ভারতে সিপাহি বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন

১. মনে করো তুমি রবার্ট ক্লাইভ ও সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিষয়টি জানিয়ে তোমার এক বন্ধুকে চিঠি লেখো। ৫

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়: আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

সময় : ১ ঘণ্টা | পূর্ণমান: ২৫

১। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো। ১ × ৪ = ৪

(i) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার—

(ক) নবাব (খ) জমিদার (গ) দেওয়ান (ঘ) ফৌজদার

(ii) অন্ধকূপ হত্যার প্রচারক ছিলেন—

(ক) রবার্ট ক্লাইভ (খ) হলওয়েল (গ) রজার ড্রেক (ঘ) রমেশচন্দ্র মজুমদার

(iii) ব্রিটিশরা দেওয়ানি লাভ করেন—

(ক) ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে

(iv) স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তক ছিলেন—

(ক) ডালহৌসি (খ) বেন্টিঙ্ক (গ) রবার্ট ক্লাইভ (ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস

২। নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। ১ × ৪ = ৪

(i) ঠিক/ভুল লেখো।
নাদির শাহ ছিলেন একজন আফগান শাসক।

(ii) সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।
কলকাতা দখল করে সিরাজ উদ্‌দৌলা তার নাম দেন ______।

(iii) একটি বাক্যে উত্তর দাও।
জোসেফ ডুপ্লে কে?

(iv) বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো।
মিরকাশিম, মিরজাফর, আলিবর্দি খান, জন শোর।

৩। দু/তিনটে বাক্যে নিম্নলিখিত যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ২ × ৩ = ৬

(i) ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন কৃষক বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল?
(ii) 'দস্তক' কী?
(iii) 'আলিনগরের সন্ধির' শর্তগুলি কী ছিল?
(iv) দেওয়ানি লাভের ফলে ব্রিটিশদের কী সুবিধা হয়েছিল?
(v) ভারতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে উঠেছিল?
(vi) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি কবে, কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

৪। চার/পাঁচটি বাক্যে নিম্নলিখিত যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৩ × ২ = ৬

(i) কীভাবে হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ii) ফাররুখশিয়রের ফরমানের গুরুত্ব কী ছিল?
(iii) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।
(iv) **টীকা লেখো:** অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

৫। আট/দশটি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৫ × ১ = ৫

(i) পলাশির যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের মধ্যে কোন্‌টি ব্রিটিশ কোম্পানির ভারতে ক্ষমতাবিস্তারের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? যুক্তি দিয়ে লেখো।
(ii) দ্বৈত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

এই অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে Learning App-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের Model Answer ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে Call করো এই নম্বরে— 9903985050